

CGPA-4
শতভাগ কমনোপযোগী

পরীক্ষা ২০২৫

ফাজিল (পাস) শেষ মুহর্তের প্রস্তুতি জন্য

মিফতাহুল ইমতিহান সিরিজের ঐচ্ছিক বিষয় - ০৬

ইলমুত তাসাউফ

সাজেশন ও উত্তরপত্র

ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষ

আল-মাদখাল ইলা তাসাওউফিল ইসলামি- ১২১০৪২

তুরকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ - ১২১০৪৩

ইলমুত তাসাওউফ ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়্যাহ - ১২১০৪৪

গবেষণা ও সম্পাদনা
আওয়ার মাদ্রাসা গবেষণা ইউনিট

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষার
উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর পত্র আকারে সজ্জিত।

 OUR
MADRASAH

আওয়ার মাদ্রাসা পাবলিকেশন্স

গুরুত্বপূর্ণ কথা

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

নির্দেশনা ০১: সিলেবাস প্রসঙ্গে

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইলমুত তাসাউফ বিষয়টি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের নতুন সিলেবাসে ফাজিল (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের ৬ নং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরাই ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো এই নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

এই বিষয়ে মোট তিনটি পত্র (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) রয়েছে। একজন শিক্ষার্থীকে এই তিনটি পত্র মিলিয়ে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

নির্দেশনা ০২: সাজেশন প্রসঙ্গে

একটি বিষয় শুরুতেই পরিষ্কারভাবে বলতে চাই—**সাজেশন সবার জন্য নয়**। সাজেশন মূলত তাদের জন্য, যারা ইতোমধ্যে সিলেবাস সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং পরীক্ষার আগে নিজেদের প্রস্তুতিকে আরও পরিপূর্ণ করতে চায়। সাজেশনের কাজ হলো পড়াশোনার ছোটখাটো ঘাটতিগুলো পূরণ করা।

কিন্তু যে শিক্ষার্থীর সিলেবাস সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণা নেই, বই ভালোভাবে পড়েনি বা শুধুমাত্র সাজেশনের উপর নির্ভর করতে চায়, তার জন্য সাজেশন কখনোই নিরাপদ নয়। অনেক শিক্ষার্থী জানতে চায়, **"ভাই, কত শতাংশ কমন পাব?"** এখানে আমাদের উত্তর খুবই স্পষ্ট। এটি যেহেতু **নতুন বিষয়, নতুন সিলেবাস**, এবং **প্রথমবারের মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে**, তাই **শতভাগ কমনের নিশ্চয়তা দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়**। তবে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, প্রশ্ন বিশ্লেষণ এবং সিলেবাসের গভীর গবেষণার ভিত্তিতে আমরা আশা করছি, **ইনশাআল্লাহ ৭০% থেকে ৯০% পর্যন্ত কমন পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে**।

আমরা ইচ্ছা করেই শতভাগ কমনের দাবি করছি না। কারণ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নতুন বিষয়ের প্রথম পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন তুলনামূলক ভিন্ন ও কিছুটা কঠিন রাখার প্রবণতা দেখিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের পূর্বে প্রকাশিত সকল বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালো সাড়া পেয়েছে। এবারও আমরা বইটি এমনভাবে প্রস্তুত করেছি, যাতে একজন শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে পড়লে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলই নয়, বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝে লিখতেও সক্ষম হবে।

নির্দেশনা ০৩: প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন

অনার্স পর্যায়ে প্রশ্নগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি রচনামূলক প্রশ্নের মধ্যে সাধারণত **দুই বা তিনটি অংশ** থাকে।

যেমন— **তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।**

এখানে একটি প্রশ্নের মধ্যেই তিনটি অংশ রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা পুরো বই সাজিয়েছি। যাতে একই বিষয় একজন শিক্ষার্থীকে বারবার পড়তে না হয়। একটি বিষয় একবার ভালোভাবে পড়লেই, পরীক্ষায় সেই অংশ যেভাবেই আসুক না

ফাজিল (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ

বিষয় কোড - ১২১০৪২

আল-মাদখাল ইলা তাসাওউফিল ইসলামি

পরিক্ষা ২০২৫

ঐচ্ছিক বিষয়-০৬, প্রথম পত্র



০১	গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা	০২
০২	সিলেবাস ও মানবন্টন	
০৩	সূচিপত্র ও সাজেশন	
০৪	অনুশীলন	



আওয়ার মাদ্রাসা পাবলিকেশন্স

একত্রে তিন পত্রের সূচিপত্র

প্রথম পত্র	আল-মাদখাল ইলা তাসাওউফিল ইসলামি বিষয় কোড - ১২১০৪২		০১
		রচনামূলক প্রশ্ন	১৬
		সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	১৯০
দ্বিতীয় পত্র	তুরুকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ বিষয় কোড - ১২১০৪৩		২৩৯
		রচনামূলক প্রশ্ন	২৪২
		সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	৩৫০
তৃতীয় পত্র	ইলমুত তাসাওউফ ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ বিষয় কোড - ১২১০৪৪		৪৯৩
		রচনামূলক প্রশ্ন	৪০১
		সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	৪৬৬

আওয়ার মাদ্রাসা টিম

মুহাম্মাদ রাউফুন ইসলাম

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আওয়ার মাদ্রাসা

আবু হুরায়রা বায়জিদ

সহ প্রতিষ্ঠাতা আওয়ার মাদ্রাসা

মুখপাত্র আওয়ার মাদ্রাসা টিম (OMT)

জয়নাল আবেদীন

বিভাগীয় প্রধান বাংলা, আওয়ার মাদ্রাসা

সদস্য আওয়ার মাদ্রাসা টিম (OMT)

আবু রায়হান

সহ প্রতিষ্ঠাতা আওয়ার মাদ্রাসা

মুখপাত্র মাল্টিমিডিয়া ইউনিট, আওয়ার মাদ্রাসা

প্রকাশক

মুহাম্মাদ রাউফুন ইসলাম

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আওয়ার মাদ্রাসা

প্রধান কার্যালয়: বাগাতিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী;

ফোন: ০১৩৪১২৭২৪৯৪

ফেসবুক: Our Madrasah

প্রকাশকাল: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রচ্ছদ

মুহাম্মাদ রাউফুন ইসলাম

গ্রাফিক্স

মাহিন ইসলাম

সহ প্রতিষ্ঠাতা আওয়ার মাদ্রাসা

মুখপাত্র আওয়ার মাদ্রাসা পাবলিকেশন্স ইউনিট

বর্ণবিন্যাস

আওয়ার মাদ্রাসা মাল্টিমিডিয়া ইউনিট

MRP

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬২০ টাকা

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদেরকে জ্ঞানার্জন, জ্ঞানচর্চা এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার তাওফীক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যাঁর আদর্শ ও শিক্ষার আলো মানবসভ্যতাকে সত্য ও জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেছে।

বর্তমানে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন সিলেবাস-২০২৪ অনুযায়ী ফাজিল পর্যায়ের পাঠক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নতুন এই সিলেবাসে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের ৬ নম্বর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে “ইলমুত তাসাউফ” অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইলমুত তাসাউফ বিষয়টি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সিলেবাসের আওতায় প্রবর্তিত হয়েছে। উক্ত শিক্ষার্থীরা ফাজিল প্রথম বর্ষ সম্পন্ন করে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হওয়ার পর এই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির কথা বিবেচনা করে আওয়ার মাদ্রাসা এডুকেশন ও গবেষণা ইউনিট-এর উদ্যোগে ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের ঐচ্ছিক বিষয় “ইলমুত তাসাউফ”-এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষামুখী সাজেশন ও উত্তরসংকলন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল লেখক, সম্পাদক, পর্যালোচক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠকদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ—গ্রন্থটিতে কোনো ত্রুটি, সংশোধন বা উন্নয়নের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এই গ্রন্থকে শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী, কল্যাণকর এবং দ্বীনি জ্ঞানের প্রসারে সহায়ক হিসেবে কবুল করেন।

أمين يا رب العالمين

	মুজাহাদা বলতে কী বোঝায়? মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।	
৯৭%	৩১. عَرَفَ المراقبة، ثم بيّن أهميتها في ضوء القرآن والحديث. মুরাকাবার পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুরাকাবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।	৯৪
৯৯%	৩২. ما معنى الكفر لغة وشرعاً؟ وما هي أوصاف الكافر؟ ثم بيّن بعض الكفر المروج في المجتمع. কুফরের অভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? অতঃপর সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের বর্ণনা দাও।	৯৭
৯৯%	৩৩. ما معنى الرياء؟ وما الفرق بين الرياء والسمعة؟ اكتب أضرار الرياء وأمراضه مفصلاً. রিয়াকাকে বলে? রিয়া তথা লোকদেখানো ও সুম'আ তথা সুনাম অর্জনের মধ্যে পার্থক্য কী? রিয়ার ক্ষতি ও স্বরূপসমূহ বিস্তারিত লেখ।	১০২
৯৭%	৩৪. عَرَفَ الكبر، ثم تحدّث عن كيفية علاج الكبر. কিবর বা অহংকারের পরিচয় দাও। অতঃপর অহংকার দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা কর।	১০৭
৯৯%	৩৫. عَرَفَ الحسد، ثم بيّن سوء عاقبته مفصلاً. হাসাদের পরিচয় দাও। অতঃপর হিংসার কুফল বিস্তারিত বর্ণনা কর।	১১০
৯৯%	৩৬. ما هو الحرص؟ بيّن مذمته وخطورته في ضوء القرآن والحديث. হারস তথা লোভ কাকে বলে? এর নিন্দা ও ভয়াবহতা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।	১১২
৯৯%	৩৭. ما هو البخل؟ اذكر مذمته وخسره في ضوء القرآن والحديث. বুখল বা কৃপণতা কাকে বলে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর নিন্দা ও ক্ষতি উল্লেখ কর।	১১৫
৯৭%	৩৮. ما هو الكذب؟ بيّن مذمته ودلائل اجتنابه في ضوء القرآن والحديث. কিয়ব বা মিথ্যাচার কাকে বলে? কুরআন-হাদীসের আলোকে এর নিন্দা ও তা বর্জনের নির্দেশনা বর্ণনা কর।	১১৮
৯৭%	৩৯. ما معنى الغضب؟ بيّن حكم كظم الغيظ مع بيان أضراره في ضوء القرآن والحديث. গযব বা রাগের অর্থ কী? রাগ সংবরণের হুকুম ও মানবজীবনে এর ক্ষতিসমূহ কুরআন-হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।	১২১
৯৯%	৪০. عَرَفَ العجب، ثم تحدّث عن مذمته وأضراره مفصلاً. উজব বা আত্মতুষ্টির পরিচয় দাও। অতঃপর এর নিন্দা ও ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।	১২৪
৯৯%	৪১. ما مفهوم الغيبة؟ بيّن خطورتها وأضرارها. গীবত বলতে কী বোঝায়? গীবতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিসমূহ বর্ণনা কর।	১২৭
৯৭%	৪২. عَرَفَ النميمة لغة واصطلاحاً، ثم بيّن عاقبتها وخطورتها مع ذكر الفرق بينهما. নামিমার অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। গীবত ও নামিমার মাঝে পার্থক্য উল্লেখপূর্বক নামিমার পরিণতি ও ভয়াবহতা বর্ণনা কর।	১৩০
৯৯%	৪৩. ما معنى الولاية؟ ابحث عن أهميتها وفحواها على ضوء القرآن والحديث. উল্লাহ বলতে কী বোঝায়? উল্লাহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।	১৩৪

	তাওয়াদু' বা বিনয়ের অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।	
৯৯%	১৭. عَرَفَ المحبة، بيّن حقيقة المحبة على ضوء الرسالة القشيرية. মহব্বতের পরিচয় দাও। রিসালাতুল কুশাইরিয়ার আলোকে মহব্বতের স্বরূপ বর্ণনা কর।	৬১
৯৯%	১৮. عَرَفَ المحبة، بيّن معنى وأهمية حب الله ورسوله في ضوء القرآن والحديث. মহব্বত তথা ভালোবাসার সংজ্ঞা দাও। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার মর্ম ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৬৩
৯৭%	১৯. عَرَفَ الشكر، ثم بيّن الفرق بين شاكر وشكور، مع ذكر معنى شكر الله تعالى وشكر العباد. শুকের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর শাকর ও শাকুর শব্দের পার্থক্য এবং আল্লাহ তাআলার শুকর ও বান্দার শুকরের মর্মার্থ উল্লেখ কর।	৬৬
৯৯%	২০. عَرَفَ التوبة، ثم بيّن أهميتها وفحواها على ضوء القرآن والحديث، مع ذكر شرائط صحتها. তওবার সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে তওবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৬৮
৯৯%	২১. ما هي التوبة؟ وكم قسمًا لها وما هي؟ তওবা কাকে বলে? তওবা কত প্রকার ও কী কী?	৭১
৯৭%	২২. عَرَفَ الإنابة، بيّن أهميتها وفحواها في ضوء القرآن والسنة. ইনাবাতের সংজ্ঞা দাও। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৭৩
৯৯%	২৩. عَرَفَ التسليم لغة واصطلاحًا، ثم بيّن أهمية التسليم وعظمته. তাসলীমের অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাসলীমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।	৭৫
৯৯%	২৪. عَرَفَ الورع، اكتب أهميته ومعناه في ضوء القرآن والسنة. ওয়ারা'-এর সংজ্ঞা দাও। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখ।	৭৭
৯৭%	২৫. عَرَفَ الرضا، بيّن آراء الصوفيين في الرضا. রিযার পরিচয় দাও। রিযা সম্পর্কে সুফীগণের মতামত বর্ণনা কর।	৭৯
৯৯%	২৬. عَرَفَ الزهد لغة واصطلاحًا، ثم بيّن أهميته وفحواه. জুহদের অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর জুহদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৮২
৯৯%	২৭. بيّن فضائل الصبر وفحواه على ضوء القرآن والحديث، مع ذكر تعريفه. সবরের পরিচয় উল্লেখপূর্বক এর ফযিলত ও তাৎপর্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।	৮৫
৯৭%	২৮. ما هي القناعة؟ بيّن حكمها وأهميتها وفضائلها. কানা'আত তথা অশ্লেষত্ব কাকে বলে? কানা'আতের হুকুম, গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা কর।	৮৭
৯৯%	২৯. عَرَفَ التوكل، ثم بيّن أهميته مفصلاً. তাওয়াক্কুলের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব বিস্তারিত বর্ণনা কর।	৯০
৯৯%	৩০. ما مفهوم المجاهدة؟ تحدّث عن أهمية المجاهدة وحاجتها. মজাহাদা-এর ধারণা? মজাহাদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৯২

	নিম্নোক্ত সুফী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর: ১. التواجد، الواحد — তাওয়াজুদ, ওয়াজুদ ২. الجمع والفرق — মিলন ও বিচ্ছেদ ৩. جمع الجمع — মিলনের মিলন ৪. المحاضرة، المكاشفة، المشاهدة — উপস্থিতি, উন্মোচন ও প্রত্যক্ষ দর্শন ৫. الفناء والبقاء — ফানা ফিদ্দাহ ও বাক্বা বিদ্দাহ	
৯৯%	تحدث عن المصطلحات الآتية. ১১: নিম্নোক্ত সুফী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর: ১. الغيبة والحضور — অন্তর্ধান ও উপস্থিতি ২. السكر والسهو — সচেতনতা ও মত্ততা ৩. الذوق والشرب — আস্বাদন ও পান করা ৪. المحو والإثبات — মোচন ও সাব্যস্ত করা ৫. السر والتجلي — গোপন ও প্রকাশ	৪১
৯৯%	عَلِّقْ عَلَى الْمَصْطَلَحَاتِ الصُّوفِيَّةِ الْآتِيَةِ. ১২: নিম্নোক্ত সুফী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে টীকা লেখ: ১. اللوائح والتوالي — লাওয়াইহ ও তাওয়ালি ২. البوادي والهجوم — হঠাৎ আগমন ও আক্রমণ ৩. التلويين والتمكين — পরিবর্তনশীলতা ও স্থিরতা ৪. القرب والبعد — নৈকট্য ও দূরত্ব ৫. الشريعة والحقيقة — শরীয়ত ও হাকীকত	৪৬
৯৭%	اكتب شيئاً مما تعلم عن المصطلحات الصوفية الآتية. ১৩: নিম্নোক্ত সুফী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে যা জান লেখ: ১. النفس — নফস ২. الخواطر — ক্ষণিকের ভাবনা ৩. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين — জ্ঞানলব্ধ প্রত্যয়, প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ধ্রুব প্রত্যয় ৪. الوارد — প্রেরণা ৫. الشاهد والنفس والروح والسر — সাক্ষী, নফস, রূহ ও অন্তরের অন্তর	৫০
৯৯%	ما الإخلاص؟ بيّن فحواه وأهميته في العمل. ১৪: ইখলাস কী? আমলের ক্ষেত্রে ইখলাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	৫৪
৯৭%	ما الإخلاص وما علامته؟ بيّن مفصلاً. ১৫: ইখলাস কী? ইখলাসের আলামত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।	৫৭
৯৯%	ما معنى التواضع؟ بيّن أهميته في ضوء القرآن والحديث. ১৬:	৫৯

সাজেশন ও সূচিপত্র

	রচনামূলক প্রশ্ন	
সম্ভাব্য		পৃষ্ঠা
৯৯%	১. عَرِّف التصوف ثم ابحث موضوعه وغرضه وأهميته بالتفصيل. তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।	১৬
৯৭%	২. ما هو التصوف؟ ابحث مشروعية التصوف وحاجة الناس إليه، ثم بَيِّن سبب تسميته بعلم التصوف. তাসাউফ কী? তাসাউফের বৈধতা ও এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। অতঃপর 'ইলমুত তাসাউফ' নামে নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।	১৮
৯৯%	৩. ما هو التصوف؟ ابحث نشأة التصوف وتطوره عبر العصور. তাসাউফ কী? তাসাউফের উৎপত্তি ও যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।	২০
৯৭%	৪. عَرِّف التصوف ثم قَدِّم أصول التصوف وخصائصه. তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাসাউফের উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধর।	২৩
৯৯%	৫. ابحث مبادئ التصوف، ولم لمست الحاجة إلى التصوف؟ بَيِّن بالتفصيل. তাসাউফের মূলনীতিসমূহ পর্যালোচনা কর এবং তাসাউফের প্রয়োজন কেন? বিস্তারিত আলোচনা কর।	২৫
৯৭%	৬. ابحث مراحل التصوف الإسلامي، ثم اكتب تطوره عبر القرون. ইসলামী তাসাউফের স্তরসমূহ আলোচনা কর। অতঃপর যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ বিস্তারিত লেখ।	২৬
৯৯%	৭. ما هي مصادر التصوف الإسلامي وما أدلته؟ بَيِّن بالتفصيل. ইসলামী তাসাউফের উৎসসমূহ কী? এবং এর দলীলসমূহ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।	২৯
৯৭%	৮. أنكر النسبة بين الزهد والتصوف، ثم بَيِّن تاريخ الزهاد عبر التاريخ الإسلامي من القرون الماضية. জুহদ ও তাসাউফের মাঝে সম্পর্ক উল্লেখ কর। অতঃপর পূর্ববর্তী যুগে ইসলামী ইতিহাসে দুনিয়াবিরাগী মনীষীদের ইতিহাস আলোচনা কর।	৩০
৯৯%	৯. اذكر ما تعلم عن المصطلحات الصوفية الآتية: নিম্নোক্ত সুফী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর: ১. الوقت — মুহূর্ত/সময় ২. المقام — মাকাম ৩. الحال — আধ্যাত্মিক অবস্থা ৪. القِيض والبِسط — সংকোচন ও সম্প্রসারণ ৫. الهيبة والأُنس — সম্মম ও অন্তরঙ্গতা	৩৩
৯৭%	১০. بَيِّن ما تعلم عن المصطلحات الصوفية الآتية: ১১. اذكر ما تعلم عن المصطلحات الصوفية الآتية: ১২. اذكر ما تعلم عن المصطلحات الصوفية الآتية:	৩৭

সিলেবাস ও মানবন্টন

ইলমুত তাসাওউফ

১ম পত্র: আল-মাদখাল ইলা তাসাওউফিল ইসলামি

পত্র কোড: 121042

পূর্ণমান: ১০০

নম্বর বণ্টন

রচনামূলক প্রশ্ন: ৮টি থেকে ৫টি — (৫×১৬=৮০)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ৬টি থেকে ৪টি — (৪×৫=২০)

মোট: ১০০

পাঠ্যসূচি

১. ইসলামী তাসাওউফের পরিচয়, এর বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, শরীয়তসম্মত বৈধতা, এর প্রয়োজনীয়তা, "তাসাওউফ" নামকরণের কারণ

২. ইসলামী তাসাওউফের উৎপত্তি, যুগে যুগে এর বিকাশ ও বিবর্তন

৩. ইসলামী তাসাওউফের উৎসসমূহ, এর দলিল-প্রমাণ

৪. যুহদ (সংযমী জীবন) ও তাসাওউফের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন যুগের প্রসিদ্ধ যাহিদ (সংযমী সাধক)-দের ইতিহাস

৫. 'আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ' গ্রন্থে বর্ণিত তাসাওউফের পরিভাষাসমূহ

৬. নিম্নোক্ত উত্তম গুণাবলির আলোচনা—

- ইখলাস (নিষ্ঠা)
- তাওয়াদু (বিনয়)
- মাহাব্বাহ (আল্লাহর ভালোবাসা)
- শুকর (কৃতজ্ঞতা)
- তাওবা
- ইনাবাহ (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন)
- তাসলীম (আত্মসমর্পণ)
- ওয়ারা (সন্দেহজনক বিষয় বর্জন)
- রিদা (আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি)
- যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা)
- সবর (ধৈর্য)
- কানাআত (অপ্সে সন্তুষ্ট থাকা)

কেন, সে সহজেই উত্তর লিখতে পারে। এ কারণে একই আলোচনা বারবার না লিখে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নম্বর উল্লেখ করে দিয়েছি। এতে সময়ও বাঁচবে, পড়াশোনাও হবে আরও সহজ।

নির্দেশনা ০৫: বইয়ের আর্টিকেল প্রসঙ্গে

এই বইয়ের প্রতিটি উত্তর এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার খাতায় লিখতে কোনো সমস্যা না হয়। আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে উত্তর বড় করিনি, আবার অতিরিক্ত ছোটও করিনি। প্রতিটি উত্তর ২০ নম্বরের উপযোগী, পরিমিত, তথ্যসমৃদ্ধ এবং পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—পুরো বইয়ে আমরা অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেছি। অপ্রয়োজনীয় কঠিন শব্দ বা জটিল ভাষা ব্যবহার থেকে আমরা সচেতনভাবে বিরত থেকেছি।

নির্দেশনা ০৬: বইটি কীভাবে পড়বেন

এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বইটি মূলত শর্ট সাজেশন ও পরীক্ষামুখী প্রস্তুতির জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাই আমি শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব—সর্বপ্রথম রচনামূলক প্রশ্নগুলো খুব ভালোভাবে পড়ুন।

আপনি যদি সময়ের স্বল্পতার কারণে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আলাদাভাবে পড়তে না পারেন, তবুও রচনামূলক প্রশ্নগুলো অবশ্যই শেষ করার চেষ্টা করবেন। কারণ আমরা উত্তরগুলো এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে রচনামূলক প্রশ্ন থেকেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের অধিকাংশ উত্তর প্রস্তুত করা যায়। অর্থাৎ একটি প্রস্তুতি দিয়েই আপনি দুই ধরনের প্রশ্নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন—ইনশাআল্লাহ।

নির্দেশনা ০৭: পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার কৌশল

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন। যেহেতু একটি প্রশ্নে একাধিক অংশ থাকে, তাই প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা নম্বর বরাদ্দ থাকে। যদি প্রশ্নে শুধু কোনো সংজ্ঞা চাওয়া হয়, যেমন— "তাসাউফের সংজ্ঞা দাও" তাহলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বড় উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই। প্রথমে সুন্দরভাবে আভিধানিক সংজ্ঞা, এরপর পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখবেন। পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে দুই বা তিনজন প্রসিদ্ধ আলেমের সংজ্ঞা উল্লেখ করবেন। এভাবে প্রশ্নের ধরন বুঝে উত্তর লিখতে পারলে খুব সহজেই ভালো নম্বর অর্জন করা সম্ভব হবে।

নির্দেশনা ০৮: সর্বশেষ কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই বইটি শুধু সাজেশন নয়; বরং পরীক্ষায় ভালো করার একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। তাই বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, প্রতিটি আর্টিকেল বুঝে পড়ুন এবং নিয়মিত অনুশীলন করুন। ইনশাআল্লাহ, যথাযথভাবে বইটি অনুসরণ করলে পরীক্ষায় ভালো ফল করার পাশাপাশি বিষয়টির উপরও একটি সুন্দর দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। আপনাদের সকলের জন্য আন্তরিক দোয়া ও শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف التصوف ثم ابحث موضوعه و غرضه واهميته بالتفصيل

ভূমিকা: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে মানুষের বাহ্যিক আমল-আখলাকের পাশাপাশি অন্তরের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাসাউফ ইসলামের সেই আধ্যাত্মিক দিক, যার মাধ্যমে মানুষ অন্তরকে গর্হিত গুণাবলি থেকে পবিত্র করে উত্তম চরিত্রে সজ্জিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। তাই তাসাউফের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব জানা ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাসাউফের সংজ্ঞা (تعريف التصوف)

অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দটি আরবি। এর মূল ধাতু বা উৎপত্তি নিয়ে তাফসীর ও হাদীস বিশারদদের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত মতামত রয়েছে:

১. **পশমী বস্ত্র (الصوف - সুফ):** অধিকাংশ তাফসীরকার ও ইতিহাসবিদদের মতে, শব্দটি 'সুফ' (পশম) থেকে গৃহীত। প্রাচীনকালে পশমী ও সাধারণ পোশাক পরিধান করা ছিল অনাসক্তি, নম্রতা এবং জাঁকজমকহীন জীবনযাপনের প্রতীক।

২. **পবিত্রতা (الصفاء - সাফা):** এর অর্থ অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া (লোকদেখানো ভাব) ও কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

৩. **আসহাবে সুফফা (أصحاب الصفة):** রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদ-ই-নববীতে অবস্থিত একদল ত্যাগী ও ইবাদতগুজার সাহাবী ছিলেন, যাদের 'আসহাবে সুফফা' বলা হতো। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারার সাথে তাসাউফের নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় তাসাউফ হলো—“অন্তরকে খারাপ গুণাবলী (আখলাকে রযীলাহ) থেকে মুক্ত করে উত্তম গুণাবলী (আখলাকে হামীদাহ) দ্বারা সজ্জিত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়া।”

হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত 'এহসান' (الإحسان)-এর ব্যাখ্যার ওপরই তাসাউফের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَتَأْتِهِ بِرَأْيِكَ

অর্থ: “এহসান হলো এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সংক্ষেপে, তাসাউফ হলো ইসলামী জীবনদর্শনের আধ্যাত্মিক দিক বা আত্মশুদ্ধির বিজ্ঞান (علم الفقه الباطن)।

তাসাউফের আলোচ্য বিষয়: তাসাউফ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের কাল্প বা অন্তর এবং তার আত্মশুদ্ধি।

পার্থিব জীবনের নানা প্রলোভন ও আত্মিক ব্যাধি থেকে অন্তরকে রক্ষা করে কিভাবে তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপযোগী করা যায়—সেটিই এ শাস্ত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বিস্তারিতভাবে এর আলোচ্য বিষয়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

আখলাকে রযীলাহ (গর্হিত চরিত্র) বর্জন: অহংকার, হিংসা, লোকদেখানো ভাব (রিয়া), লোভ, ক্রোধ ও দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।

	ইসলামী তাসাউফের স্তরসমূহ আলোচনা কর।	
৯৭%	৭. ما هي مصادر التصوف الاسلامي وما ادلته؟ ইসলামী তাসাউফের উৎস এবং এর দলীলসমূহ কী?	১৯৭
৯৯%	৮. -اذكر النسبة بين الزهد والتصوف. জুহদ এবং তাসাউফের মাঝে সম্পর্ক উল্লেখ কর।	১৯৯
৯৯%	৯. ما الاخلاص وما علامته؟ ইখলাস কী? ইখলাসের আলামত কী?	২০০
৯৯%	১১. -بين الفرق بين الشاكر والشكور مع ذكر معنى شكر الله تعالى و شكر العباد. [আজ্জাহ তাআলার শোকর এবং বান্দার শোকরের মধ্যে মর্মার্থ উল্লেখপূর্বক শাকর ও শকুর শব্দের পার্থক্য বর্ণনা কর।]	২০১
৯৭%	১২. -بين أهمية التوبة وفحواها على ضوء القرآن والحديث مع ذكر شرائط صحتها. তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে তওবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	২০২
৯৯%	১৩. ما هي التوبة؟ وكم قسماً لها وما هي؟ তওবা কাকে বলে? তওবা কত প্রকার ও কী কী?	২০৩
৯৯%	১৪. - عرف التسليم لغة واصطلاحاً. এ-তসলিম অভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।	২০৪
৯%	১৫. - ما الورع؟ اكتب اهميته ومعناه بضوء القرآن والسنة. কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ও-র ও গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখ।	২০৫
৯৯%	১৬. - عرف الزهد لغة واصطلاحاً. জুহদের অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।	২০৬
৯৯%	১৭. - عرف التوكل ثم بين اهميته. তাওয়াক্কুলের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।	২০৭
৯৯%	১৮. - ما مفهوم المجاهدة؟ تحدث اهمية المجاهدة وحاجته. মুজাহাদা বলতে কী বোঝায়? মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।	২০৮
৯৯%	১৯. - عرف المراقبة ثم بين اهميته في ضوء القرآن والحديث. মুরাকাবার পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুরাকাবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।	২১০
৯৭%	২০. ما معنى الكفر لغة وشرعاً؟ وما هي اوصاف الكافر؟ কুফরের অভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী?	২১১
৯৯%	২১. - ما معنى الرياء؟ وما الفرق بين الرياء والسمعة؟ اكتب اضرار الرياء. রিয়্যা কাকে বলে? রিয়্যা তথা লোকদেখানো ও সুমআ তথা খ্যাতি প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য কী? রিয়্যার ক্ষতিসমূহ লেখ।	২১২

	খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র.)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান বর্ণনা কর।	
৯৯%	اكتب حياة الشيخ بهاء الدين محمد النقشبندى وخدماته في التصوف. শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ নকশবন্দী (র.)-এর জীবনী এবং তাসাউফে তাঁর অবদান লেখ।	১৭৫
৯৯%	تحدث عن الداعية الشيخ أحمد السرهندي المعروف بـ«مجدد الألف الثاني»، مركزاً على النقاط التالية. মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র.)-এর দাওয়াতি পদ্ধতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আলোচনা কর: (أ) نسبة وحياته العلمية والدعوية ক. বংশপরিচয়, শিক্ষাজীবন ও দাওয়াতি জীবন। «(ب) دوره في مقاومة فتنه «الدين الإلهي» খ. ‘দ্বীনে ইলাহী’ ফিতনা প্রতিরোধে তাঁর অবদান। (ج) أساليب دعوته গ. তাঁর দাওয়াতি পদ্ধতিসমূহ।	১৭৮
৯৭%	هل التصوف بدعة؟ بَيِّنْ عن هذا الموضوع على ضوء القرآن والحديث مفصلاً. তাসাউফ কি বিদআত? এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা কর।	১৮১
৯৯%	هل الأذكار والأشغال والمراقبة المنتشرة اليوم باسم التصوف تعدّ من البدع؟ বর্তমানে তাসাউফের নামে প্রচলিত যিকর, আশগাল, মুরাকাবা ইত্যাদি কি বিদআত হিসেবে গণ্য হবে?	১৮৩
৯৭%	ما أبرز الشبهات المثارة حول الطرق الصوفية والسلاسل؟ وكيف يمكن الرد عليها؟ بَيِّنْ. তাসাউফের তরীকা ও সিলসিলাকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত প্রধান আপত্তিসমূহ কী কী? সেগুলোর কীভাবে জবাব দেওয়া যায়? বর্ণনা কর।	১৮৬
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন		১৯০
৮৭%	-عرف التصوف ثم ابحث موضوعه وغرضه وأهميته. তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।	১৯০
৮৭%	-ما هو التصوف؟ ابحث مشروعية التصوف وحاجة الناس إليه. তাসাউফ কী? তাসাউফের বৈধতা ও মানুষের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।	১৯১
৯৭%	-ابحث نشأة التصوف وتطوره عبر العصور. তাসাউফের উৎপত্তি ও যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।	১৯৩
৯৯%	-قدم أصول التصوف وخصائصه. তাসাউফের উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধর।	১৯৪
৯৯%	-لم مست الحاجة الى التصوف؟ اكتب موجزاً. তাসাউফের প্রয়োজন কেন? সংক্ষেপে আলোচনা কর।	১৯৬
৯৯%	-ابحث مراحل التصوف الاسلامي. ৬.	১৯৭

	বেলায়াতের অর্থ কী? এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা কর।	
৯৯%	88. ما هي الولاية؟ اذكر شرائط نيل الولاية مفصلاً. বেলায়াত বলতে কী বোঝায়? বেলায়াত অর্জনের শর্তসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ কর।	১৩৭
৯৯%	8৫. ما معنى الولاية؟ اكتب ما تعلم عن مراتب الولاية. বেলায়াতের অর্থ কী? বেলায়াতের স্তরসমূহ সম্পর্কে যা জান লেখ।	১৪০
৯৭%	8৬. من هو الولي وما حقيقته؟ وما الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج؟ ثم أثبت أن الكرامة للأولياء حق بالأدلة ওলী কে এবং তার হাকীকত কী? মুজিয়া, কারামত ও ইস্তিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর ওলীগণের কারামত সত্য বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।	১৪৩
৯৭%	8৭. মুজিয়া, কারামত ও ইস্তিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর ওলীগণের কারামত সত্য বিষয়টি দলিল দ্বারা সাব্যস্ত কর। ما الفارق بين المعجزة والكرامة والاستدراج؟ ثم أثبت حقيقة كرامات الأولياء بالأدلة.	১৪৬
৯৭%	8৮. ما معنى الكرامة؟ هل الكرامة حق؟ أثبت صحة الكرامة على ضوء القرآن والحديث. কারামতের অর্থ কী? কারামত সত্য কি না? কুরআন ও হাদীসের আলোকে কারামতের সত্যতা প্রমাণ কর।	১৪৯
৯৭%	8৯. ما هي البيعة؟ بيّن أهمية البيعة وفحواها. বায়আত কাকে বলে? বায়আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।	১৫২
৯৯%	৫০. بيّن حكم البيعة في الشريعة الإسلامية مدللاً مع ذكر تعريفها. বায়আতের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক ইসলামী শরীয়তে বায়আতের হুকুম দলীলসহ বর্ণনা কর।	১৫৫
৯৯%	৫১. عرّف البيعة لغةً واصطلاحاً، ثم ابحث عن شرائط المريد وآدابه. বায়আতের অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর মুরীদের শর্তাবলি ও আদব আলোচনা কর।	১৫৮
৯৭%	৫২. بيّن فضل الذكر وكيفية، ثم عرّف الذكر باللفظ المفرد. যিকরের ফযিলত ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। অতঃপর একক শব্দে যিকরের পরিচয় দাও।	১৬১
৯৯%	৫৩. ما هي المراقبة؟ وما فضلها وكيفية وفوائدها؟ اكتب بالإيجاز. মুরাকাবা কী? এর ফযিলত, পদ্ধতি ও উপকারিতা কী? সংক্ষেপে লেখ।	১৬৩
৯৯%	৫৪. اكتب تعريف التبرك والتوسل ومشروعيتهما. তাবাররুক ও তাওয়াসসুলের পরিচয় এবং বৈধতা সম্পর্কে লেখ।	১৬৭
৯৯%	৫৫. ماذا تعلم عن عبد القادر الجيلاني؟ بيّن خدماته في التصوف. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) সম্পর্কে কী জান? তাসাউফে তাঁর অবদান আলোচনা কর।	১৬৯
৯৯%	৫৬. اكتب حياة خواجه معين الدين الجشتي، ثم بيّن خدماته لإشاعة الإسلام في شبه القارة الهندية.	১৭২

তাসাউফের উদ্দেশ্য: তাসাউফ চর্চার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো: ১. **আল্লাহর মারফাত ও সান্নিধ্য লাভ:** আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় ও সান্নিধ্য অর্জন।

২. **আত্মার পবিত্রতা অর্জন (তাজকিয়াতুন নফস):** বাহ্যিক অপবিত্রতার মতো আত্মিক পাপাচার থেকেও মনকে মুক্ত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا - وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - অর্থ: “নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

৩. **ইবাদতে একাগ্রতা ও ইখলাস সৃষ্টি:** ইবাদতকে রুটিনসর্বস্ব না বানিয়ে তাতে আন্তরিকতা, বিনয় ও খুশ-খুজু ফিরিয়ে আনা।

৪. **‘ইনসানে কামেল’ (পূর্ণাঙ্গ মানব) গঠন:** ঈমান ও চরিত্রকে নিখুঁত করে একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (اهمية التصوف): দেহের সাথে রুহ বা আত্মার সম্পর্ক যেমন, বাহ্যিক আমলের সাথে তাসাউফের সম্পর্ক ঠিক তেমনই।

ক. কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে গুরুত্ব:

নবী প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য: রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের অন্যতম মূল দায়িত্ব ছিল ‘তাজকিয়াহ’ বা আত্মশুদ্ধি। আল্লাহ বলেন: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - অর্থ: “তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাঁদের মধ্য হতে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।” (সূরা আল-জুমুআ: ২)

পরকালে নাজাতের শর্ত: কেয়ামতের দিন কেবল পবিত্র অন্তরেরই মূল্যায়ন হবে। ইরশাদ হয়েছে: - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - অর্থ: “যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ‘কালবে সালীম’ (পবিত্র অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হবে, সে ব্যতিরেকে।” (সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)

খ. বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয়তা:

জাহির ও বাতেনের সমন্বয়: তাসাউফ বাহ্যিক আমলসমূহকে রিয়া (লোকদেখানো ভাব) থেকে মুক্ত করে তাতে খাঁটি রুহ সঞ্চার করে।

নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার: অন্তরের হিংসা, লোভ ও অহংকার দূর হলে সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মিক শান্তি লাভ: অসংযত পার্থিব লালসা মানুষকে অশান্ত করে। তাসাউফ মানুষকে তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত আত্মিক প্রশান্তি দেয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, তাসাউফ ইসলাম-বহির্ভূত কোনো পৃথক মতবাদ নয়; বরং এটি কোরআন ও সুন্নাহর মূল নির্যাস। শরীয়ত যদি হয় মানুষের বাহ্যিক দেহ, তবে তাসাউফ হলো তার প্রাণশক্তি। বাহ্যিক বিধান পালনের পাশাপাশি অন্তরকে পবিত্র রেখে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাসাউফের মূল কথা।

২. তাসাউফ কী? তাসাউফের বৈধতা ও মানুষের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

ما هو التصوف؟ ابحث مشروعية التصوف وحاجة الناس إليه

ভূমিকা: ইসলামী শরীয়ত ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি হলো তাসাউফ। এটি মূলত আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس), ইখলাস ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি বিশেষ শরয়ী পদ্ধতি। শরীয়তের বাহ্যিক আমলসমূহকে অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে বাস্তবায়ন করার বিজ্ঞানকেই তাসাউফ বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. তাসাউফের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

عرف التصوف ثم ابحث موضوعه وغرضه وأهميته.

ভূমিকা: ইসলাম কেবল বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটি আত্মিক অনুভূতি ও বাহ্যিক আমলের এক অপূর্ব সমন্বয়। শরীয়তের বাহ্যিক বিধানাবলী পালনের পাশাপাশি অন্তরকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথই হলো 'তাসাউফ'। সংক্ষেপে, এটি ইসলামী জীবনদর্শনের আধ্যাত্মিক দিক বা আত্মশুদ্ধির বিজ্ঞান (علم الفقه الباطن)।

তাসাউফের সংজ্ঞা (تعريف التصوف):

ক. অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দের মূল ধাতু ও উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে:

সূফ (الصوف - পশম): অধিকাংশের মতে, শব্দটি 'সূফ' (পশম) থেকে এসেছে। প্রাচীনকালে পশমী পোশাক পরিধান করা ছিল অনাসক্তি, নম্রতা ও অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক।

সাফা (الصفاء - পবিত্রতা): এর অর্থ অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া (লোকদেখানো ভাব) ও যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

আসহাবে সুফফা (أصحاب الصفة): রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদ-ই-নববীতে অবস্থানরত ইবাদতগুজার ও ত্যাগী সাহাবীদের 'আসহাবে সুফফা' বলা হতো। তাঁদের জীবনধারার সাথে তাসাউফের নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় তাসাউফ হলো— “অন্তরকে গর্হিত চরিত্র (আখলাকে রযীলাহ) থেকে মুক্ত করে প্রশংসনীয় চরিত্র (আখলাকে হামীদাহ) দ্বারা সজ্জিত করা এবং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়া।”

ভিত্তি: 'হাদীসে জিবরীল'-এ বর্ণিত 'এহসান' (الإحسان)-এর ব্যাখ্যার ওপর তাসাউফের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: **الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ** অর্থ: “এহসান হলো এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

তাসাউফের আলোচ্য বিষয়: তাসাউফ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের **কাল্ব (القلب - অন্তর)** এবং তার **আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس)**। বিস্তারিতভাবে এর আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ: ১. **আখলাকে রযীলাহ (গর্হিত চরিত্র) বর্জন:** অহংকার, হিংসা, রিয়া (লোকদেখানো মানসিকতা), লোভ, ক্রোধ ও দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।

২. **আখলাকে হামীদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র) অর্জন:** তাওবা, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা), হবর (ধৈর্য), শুকর (কৃতজ্ঞতা), ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও রেযা (আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা) অর্জন।

৩. **যিকর ও ফিকর:** সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকর এবং তাঁর কুদরত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

৪. **নফসের নিয়ন্ত্রণ:** প্রবৃত্তি বা কু-রিপুকে দমন করে শরীয়তের বিধানানুযায়ী পরিচালনা করা।

কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য 'ইলমুত তাফসীর', হাদীস সংকলনের জন্য 'ইলমুল হাদীস', বাহ্যিক বিধান ও মাসআলা-মাসায়েলের জন্য 'ইলমুল ফিকহ', ঈমান ও আকায়েদের জন্য 'ইলমুল কালাম', এবং অন্তরের অবস্থা, তাজকিয়াহ ও আত্মশুদ্ধির আলোচনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে 'ইলমুত তাসাউফ' নাম নির্ধারণ করা হয়।

খ. সুফ ও পশমী পোশাকের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক: প্রথম যুগের সাধক ও ইবাদতগুজার আলোগণ পার্থিব অনাসক্তি ও নম্রতার প্রতীক হিসেবে অতি সাধারণ পশমী (সুফ) কাপড় পরিধান করতেন। ফলে আলেম সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে এই আত্মশুদ্ধিমূলক ধারাটি 'তাসাউফ' এবং এর অনুসারীগণ 'সূফী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

গ. এহসানের ব্যবহারিক রূপ দেওয়া: হাদীসে উল্লেখিত 'এহসান'-এর প্রয়োগ পদ্ধতি কীভাবে বাস্তব জীবনে অর্জন করা যায়—তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মূলনীতি নিয়ে যে শাস্ত্র গড়ে ওঠে, তাকে পরবর্তীতে আলেমগণ 'ইলমুত তাসাউফ' বা 'ইলমুল এহসান' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, তাসাউফ বা ইলমুত তাসাউফ হলো ইসলামী শরীয়তের আত্মিক প্রাণ। শরীয়তের বাহ্যিক বিধান (ফিকহ) এবং অভ্যন্তরীণ চেতনা (তাসাউফ)—এ দুটির একটিকে বাদ দিয়ে ওপরটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কোরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই ইলম মানবজাতিকে পার্থিব প্রলোভন থেকে বাঁচিয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর প্রকৃত অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে।

৩. তাসাউফ কী? তাসাউফের উৎপত্তি ও যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

ما هو التصوف؟ ابحث نشأة التصوف وتطوره عبر العصور

ভূমিকা: ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হলো তাসাউফ। এটি মূলত অন্তরের পরিশুদ্ধি, আখেরাতমুখী জীবন গঠন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের এক অমোঘ পথ। নিম্নে একাডেমিক কাঠামোর আলোকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাসাউফের পরিচয়, এর উৎপত্তি এবং যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক বিবর্তন বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

তাসাউফের পরিচয় (ما هو التصوف) অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দটি আরবি। ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতে এর উৎপত্তির মূলে কয়েকটি প্রসিদ্ধ অভিमत রয়েছে:

১. **সুফ (الصوف - পশম):** দুনিয়াবিমুখতা, নম্রতা ও সাদাসিধে জীবনের প্রতীক হিসেবে পশমী বস্ত্র পরিধান করা থেকে এর উৎপত্তি।

২. **সাফা (الصفاء - পবিত্রতা):** অন্তরকে হিংসা, অহংকার, রিয়া (লোকদেখানো মনোভাব) ও অন্যান্য নৈতিক পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা।

৩. **সুফফা (الصفه):** রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদ-ই-নববীতে অবস্থানরত দরবেশ সাহাবীগণ (আসহাবে সুফফা)-এর জীবনরীতির অনুসরণ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তাসাউফ হলো—“এমন একটি আত্মিক বিজ্ঞান বা প্রাকটিক্যাল জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরকে যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্য, ভালোবাসায় ও একনিষ্ঠতায় সজ্জিত করতে পারে।” হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত 'এহসান' (الإحسان)-এর ভাবধারাই হলো তাসাউফের মূলভিত্তি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

খ. হাদীস শরীফের দলিল: হাদীসে জিবরীলে ইসলাম ও ঈমানের পাশাপাশি 'এহসান'-এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে, যা মূলত তাসাউফের মূল ভিত্তি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: **الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتِّقْهُ يَرَاكَ**

অর্থ: “এহসান হলো এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হাদীসে অন্তরের সুস্থতার ওপর পুরো শরীরের সুস্থতা নির্ভর করার কথা বলে আত্মশুদ্ধির বৈধতা ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট করা হয়েছে: **أَرَأَيْتَ إِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ** অর্থ: “জেনে রাখ! মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা পুত-পবিত্র থাকলে পুরো শরীরই সংশোধন হয়ে যায়; আর তা দূষিত হলে পুরো শরীর ধ্বংস হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটিই হলো কাল্ব বা অন্তর।” (সহীহ বুখারী)

মানুষের জীবনে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা (حاجة الناس إلى التصوف): পার্থিব জীবনের নানা মোহ, ব্যস্ততা ও আত্মিক ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১. ইবাদতে আন্তরিকতা ও ইখলাস সৃষ্টি: বাহ্যিক নিয়ম মেনে ইবাদত করলেও তাতে ইখলাস ও খুশ-খুজু (বিনয়) না থাকলে তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাসাউফ মানুষের ইবাদতকে কেবল শুষ্ক প্রথায় রূপান্তর না করে তাতে রূহ বা আত্মিক প্রাণ সঞ্চার করে।

২. আত্মিক রোগ থেকে মুক্তি: মানুষের মনে হিংসা, অহংকার, দুনিয়ার মোহ ও রিয়া (লোকদেখানো মনোভাব)-র মতো সূক্ষ্ম কিন্তু ভয়াবহ ব্যাধি জন্ম নেয়। ঔষধ ছাড়া যেমন শারীরিক ব্যাধি দূর হয় না, তেমনি ইলমুত তাসাউফের প্রাকটিক্যাল চর্চা ছাড়া এসব ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

৩. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া: তাসাউফ মানুষকে আখলাকে রযীলাহ (গর্হিত চরিত্র) ত্যাগ করে আখলাকে হামীদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র) অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, যা একজন মানুষকে প্রকৃত 'ইনসান-কামেল' বা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে।

৪. হাশরের ময়দানে মুক্তির উপায়: কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে ধন-সম্পদ বা বাহ্যিক পরিচিতি কোনো কাজে আসবে না, বরং সেখানে কেবল পবিত্র অন্তরেরই মূল্যায়ন হবে। ইরশাদ হয়েছে: **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** অর্থ: “যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ‘কালবে সালীম’ (পবিত্র অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হবে, সে ব্যতিরেক।” (সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)

'ইলমুত তাসাউফ' নামকরণের কারণ (سبب تسميته بعلم التصوف): ইসলামের প্রাথমিক যুগে (রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সময়) আলাদা করে 'ইলমুত তাসাউফ' নামে কোনো শাস্ত্রের পরিভাষা বহুল প্রচলিত ছিল না। কারণ সে সময় সকল মুসলিমই ঈমান, শরীয়তের আমল এবং আত্মশুদ্ধির মহান আদর্শে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হতেন।

পরবর্তীতে এই শাস্ত্রটি পৃথক নামে সংকলিত ও পরিচিত হওয়ার প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ইসলামী علوم বা শাস্ত্রসমূহের পৃথকীকরণ: হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যখন ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়, তখন দ্বীনের বিভিন্ন শাখাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সংকলন করা শুরু হয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, তাসাউফের মূল লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি, উত্তম চরিত্র অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ। এটি মানুষের বাহ্যিক আমলের সঙ্গে অন্তরের ইখলাস, তাকওয়া ও নৈতিকতাকে সমন্বিত করে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাসাউফের চর্চা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নৈতিকতা, শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং ইসলামী জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. তাসাউফ কী? তাসাউফের বৈধতা ও এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। অতঃপর ইলমুত তাসাউফ নামে নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।

ما هو التصوف؟ ابحث مشروعية التصوف وحاجة الناس إليه ثم بين سبب تسميته بعلم التصوف

ভূমিকা: ইসলামী শরীয়ত ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো তাসাউফ। এটি আত্মশুদ্ধি, ইখলাস এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। নিচে একাডেমিক কাঠামোর আলোকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাসাউফের পরিচয়, এর শরয়ী বৈধতা, মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা এবং 'ইলমুত তাসাউফ' নামে নামকরণের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। এর উৎপত্তিস্থল বা মূলধাতু নিয়ে প্রখ্যাত আলেম ও তাফসীরকারকদের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সূফ (الصوف - পশম): অনাসক্তি ও জাঁকজমকহীন জীবনের প্রতীক হিসেবে পশমী পোশাক পরিধান করা থেকে এর উৎপত্তি।

সাফা (الصفاء - পবিত্রতা): অন্তরকে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি ও গুণাহ থেকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখা।

সুফফা (الصفه): রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদ-ই-নববীতে অবস্থানকারী ত্যাগী সাহাবীগণের (আসহাবে সুফফা) নামানুসারে।

ছফ (الصف - সারি): আল্লাহর দরবারে আনুগত্যের দিক থেকে প্রথম সারিতে অবস্থান করার মানসিকতা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় তাসাউফ হলো এমন একটি আত্মিক ব্যবস্থা বা ইলম, যার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও লোকদেখানো ভাব (রিয়া) থেকে মুক্ত করে তাওবা, ছবর, শুকর ও ইখলাসের মতো প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারে।

সংক্ষেপে, তাসাউফ হলো শরীয়তের বাহ্যিক বিধানসমূহকে অত্যন্ত একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করার একটি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান।

তাসাউফের শরয়ী বৈধতা (مشروعية التصوف): তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির চর্চা ইসলামে কোনো নতুন বা মনগড়া বিষয় নয়; বরং এটি কোরআন ও হাদীসের অকাট্য নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত ও সম্পূর্ণ বৈধ।

ক. পবিত্র কোরআনের দলিল: কোরআন মাজীদে আত্মশুদ্ধি অর্জন করাকে সফলতা এবং তা অর্জন না করাকে ব্যর্থতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا - فَذُفِّلَ مَنْ زَكَّاهَا - অর্থ: “নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণের মূল লক্ষ্য হিসেবে কিতাব শিক্ষার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - অর্থ: “এবং তিনি তাঁদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।” (সূরা আল-জুমুআ: ২)

আখলাকে হামীদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র) অর্জন: তাওবা, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা), ছবর (ধৈর্য), শুকর (কৃতজ্ঞতা), ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও রেযা (আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা)।

যিকির ও ফিকর: সার্বক্ষণিক আল্লাহর জিকর এবং তাঁর সৃষ্টি ও কুদরত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

নফসের নিয়ন্ত্রণ: প্রবৃত্তি বা নফসকে দমন করে শরীয়তের বিধানানুযায়ী পরিচালনা করা।

তাসাউফের উদ্দেশ্য : তাসাউফ চর্চার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন শুধুমাত্র বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে নয়, বরং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর অনুগত হতে পারে। এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **আল্লাহ তাআলার মারফাত ও সামিখ্য লাভ:** সৃষ্টিকে চেনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও ভালোবাসা লাভ করা।

২. **অন্তরের চিকিৎসা ও বিশুদ্ধতা (তাজকিয়াতুন নফস):** বাহ্যিক অপবিত্রতার মতো আত্মিক পাপাচার থেকেও মনকে মুক্ত করা।

কোরআনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে: وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَاهَا - فَذُفِّلَحَ مِنْ زُكَّاهَا -

অর্থ: “নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

৩. **ইবাদতে ইখলাস ও একাগ্রতা সৃষ্টি:** ইবাদতকে কেবল প্রথাগত রুটিন না বানিয়ে তাতে আন্তরিকতা ও খুশ-খুজু (বিনয়) ফিরিয়ে আনা।

৪. **ইনসানে কামেল (পূর্ণাঙ্গ মানব) হওয়া:** একজন মানুষকে নিখুঁত ঈমান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা।

তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (اهمية التصوف): ইসলামে বাহ্যিক বিধান (ফিকহ) এবং অভ্যন্তরীণ চেতনা (তাসাউফ)—এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। দেহের সাথে রুহ বা আত্মার সম্পর্ক যেমন, বাহ্যিক আমলের সাথে তাসাউফের সম্পর্ক ঠিক তেমনই।

ক. কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে গুরুত্ব: কোরআন মাজীদে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের মূল দায়িত্বসমূহের অন্যতম হিসেবে ‘তাজকিয়াহ’ বা আত্মশুদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থ: “তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাঁদের মধ্য হতে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।” (সূরা আল-জুমুআ: ২)

এছাড়াও কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কেবল পবিত্র অন্তরেরই মূল্যায়ন হবে। ইরশাদ হয়েছে: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থ: “যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ‘কালবে সালীম’ (পবিত্র অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হবে, সে ব্যতিরেক।” (সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)

খ. বাস্তব জীবনে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা: জাহির ও বাতেনের সমন্বয়: কেবল বাহ্যিক নামায-রোযা অনেক সময় লোকদেখানো হতে পারে। তাসাউফ সেই আমলগুলোকে রিয়া ও লোকদেখানো মানসিকতা থেকে মুক্ত করে প্রকৃত রুহ দান করে।

নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার: হিংসা, দ্বেষ, লোভ ও অহংকার দূর হলে সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মার শান্তি লাভ: অসংযত পার্থিব লালসা মানুষকে অশান্ত করে তোলে। তাসাউফ মানুষকে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়।

সাজেশন ও উত্তরপত্র

	রচনামূলক প্রশ্ন	২৪৮
৯৭%	১. -ما مفهوم الطريقة الصوفية؟ وما أصولها وأهدافها؟ بين في ضوء الكتاب والسنة بالتفصيل [সুফী তরীকা বলতে কী বোঝায়? এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর।]	২৪৮
৯৯%	২. ما المقصود بالسلسلة في التصوف الإسلامي؟ وما أهميتها في حفظ التربية الروحية؟ بين في ضوء الكتاب والسنة بالتفصيل [ইসলামী তাসাউফে সিলসিলা বলতে কী বোঝায়? আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাগানে এর গুরুত্ব কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর।]	২৫০
৯৯%	৩. -اذكر أشهر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي مع بيان خصائص كل طريقة بإيجاز. [মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ সুফী তরীকাগুলোর নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]	২৫২
৯৯%	৪. -تحدث عن الطريقة القادرية من حيث مؤسسها ومبادئها وانتشارها في العالم الإسلامي. [কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, মূলনীতি ও মুসলিম বিশ্বে এর প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।]	২৫৫
৯৭%	৫. -ما دور الطريقة الجشئية في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية؟ بين بالتفصيل. [ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে চিশতিয়া তরীকার ভূমিকা কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।]	২৫৭
৯৯%	৬. -اكتب مقالة عن الطريقة النقشبندية وخصائصها الإصلاحية والتربوية. [নকশবন্দিয়া তরীকা এবং এর সংস্কারমূলক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।]	২৬০
৯৯%	৭. -ما العلاقة بين الشيخ والمريد في الطرق الصوفية؟ وما الآداب التي يجب على المريد مراعاتها؟ بين. [সুফী তরীকায় শায়খ ও মুরীদের সম্পর্ক কী? মুরীদের জন্য প্রয়োজনীয় আদবসমূহ কী? আলোচনা কর।]	২৬২
৯৯%	৮. -ناقش مشروعية البيعة في التصوف الإسلامي مع الأدلة من القرآن والسنة. [ইসলামী তাসাউফে বায়আতের বৈধতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসহ আলোচনা কর।]	২৬৪
৯৭%	৯. -كيف ساهمت السلاسل الصوفية في إصلاح المجتمع ونشر الأخلاق الإسلامية؟ بين. [সুফী সিলসিলাগুলো সমাজ সংস্কার ও ইসলামী আদব আখলাক প্রচারে কীভাবে ভূমিকা রেখেছে? আলোচনা কর।]	২৬৭
৯৯%	১০. -ما أهمية اتخاذ الطريقة الصوفية في تركية النفس وإصلاح القلب؟ بين. [নফসের পরিশুদ্ধি ও অন্তরের সংশোধনে তাসাউফের তরীকা গ্রহণের গুরুত্ব কী? আলোচনা কর।]	২৬৯

সিলেবাস ও মানবন্টন

ইলমুত তাসাওউফ

২য় পত্র: তুরুকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ

পত্র কোড: 121043

পূর্ণমান: ১০০

নম্বর বন্টন

রচনামূলক প্রশ্ন: ৮টি থেকে ৫টি — (৫×১৬ = ৮০)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ৬টি থেকে ৪টি — (৪×৫ = ২০)

মোট নম্বর: ১০০

পাঠ্যসূচি

১. তাসাওউফের তরীকা ও সিলসিলা বলতে কী বোঝায়।

২. তাসাওউফের কোনো একটি তরীকা অনুসরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

৩. প্রধান প্রধান সুফি তরীকাসমূহের পরিচয়। প্রতিটি তরীকার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতে হবে—

প্রতিষ্ঠাতার জীবন, তরীকা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তরীকার আমল, যিকির ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন (আশগাল), বিশিষ্ট খলিফা, শায়খ ও অনুসারীবৃন্দ অধ্যয়নযোগ্য তরীকাসমূহ হলো—

(ক) কাদিরিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল (আমল ও যিকির), বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(খ) নকশবন্দিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(গ) মুজাদ্দিদিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(ঘ) চিশতিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(ঙ) রিফাঈয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(চ) সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(ছ) বাদাওয়িয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(জ) শায়িলিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(ঝ) তিজানিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

(ঞ) খালিদিয়া তরীকা - প্রতিষ্ঠাতার জীবন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আশগাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র

১. আল-মাওসু'আতুস সুফিয়্যাহ (আলামুত তাসাওউফ, তাসাওউফের সমর্থক ও সমালোচক এবং সুফি তরীকাসমূহ) — ড. আব্দুল মুনইম আল-হাফনী

ফাজিল (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ

বিষয় কোড - ১২১০৪৩

তুরুকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ

পরিক্ষা ২০২৫

ঐচ্ছিক বিষয়-০৬, দ্বিতীয় পত্র



০১	গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা	০২
০২	সিলেবাস ও মানবন্টন	২৪০
০৩	সূচিপত্র ও সাজেশন	২৪২
০৪	অনুশীলন	২৪৮



আওয়ার মাদ্রাসা পাবলিকেশন্স

বাঁচতে মানবজীবনে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম:

১. **ইবাদতে ইখলাস ও প্রাণ সঞ্চারণ:** ইবাদত কেবল বাহ্যিক নিয়ম পালনের নাম নয়। তাসাউফ ইবাদত থেকে রিয়া (লোকদেখানো ভাব) দূর করে তাতে ইখলাস ও একাগ্রতা এনে দেয়। ২. **আত্মিক রোগ থেকে মুক্তি:** হিংসা, অহংকার, লোভ ও ক্রোধের মতো মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি দূর করতে তাসাউফের ব্যবহারিক চর্চা অপরিহার্য। ৩. **উত্তম চরিত্র গঠন:** তাসাউফ মানুষকে আখলাকে রযীলাহ (গর্হিত চরিত্র) ত্যাগ করে আখলাকে হামীদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র) অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, যা মানুষকে 'ইনসানে কামেল' বানায়। ৪. **পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত:** হাশরের ময়দানে কেবল 'কালবে সালীম' বা পবিত্র অন্তরই মুক্তি এনে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থ: “যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ‘কালবে সালীম’ (পবিত্র অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হবে, সে ব্যতিরেকে।” (সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, তাসাউফ শরীয়তবিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং এটি শরীয়তেরই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা। বাহ্যিক ইবাদত যদি হয় একটি দেহাংশ, তবে তাসাউফ হলো তার আত্মা। মানবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর রেযামন্দি অর্জনে তাসাউফের অনুশীলন অত্যাৱশ্যক।

৩. তাসাউফের উৎপত্তি ও যুগে যুগে এর ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

ابحث نشأة التصوف وتطوره عبر العصور.

ভূমিকা: ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মূলভিত্তি হলো তাসাউফ। এটি মূলত অন্তরের কলুষতা দূর করে আখেরাতমুখী জীবন গঠন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের এক অমোঘ পথ। যুগে যুগে চরম নৈতিক অবক্ষয় ও দুনিয়ামুখী বিলাসিতা থেকে উন্মাহকে রক্ষা করতে তাসাউফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

তাসাউফের পরিচয়:

অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে: ১. **সূফ (الصوف):** অর্থ পশম। দুনিয়াবিমুখতার প্রতীক হিসেবে পশমী বস্ত্র পরিধান থেকে এর উৎপত্তি। ২. **সাফা (الصفاء):** অর্থ পবিত্রতা। অন্তরকে যাবতীয় নৈতিক পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা। ৩. **সুফফা (الصفة):** আসহাফুস সুফফার অনুকরণে সাধারণ জীবনযাপন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরকে অনৈতিকতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্য ও ভালোবাসায় সজ্জিত করতে পারে, তাকে তাসাউফ বলে। হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত 'এহসান' (الإحسان)-এর ভাবধারাই এর মূলভিত্তি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: **اَلْاِحْسَانُ اَنْ تُعْبَدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ** অর্থ: “এহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

তাসাউফের উৎপত্তি তাসাউফের উৎপত্তি স্বয়ং পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে।

কোরআন ও সুন্নাহ: কোরআনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে 'তাজকিয়াহ' বা আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে: **وَيُزَكِّيهِمْ** (অর্থ: “এবং তিনি তাঁদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।” - সূরা আল-জুমুআ:

তাসাউফের পরিচয় (ما هو التصوف):

ক. অভিধানিক অর্থ: 'তাসাউফ' (التصوف) শব্দের মূলধাতু ও উৎস নিয়ে একাধিক মতামত রয়েছে:

সূফ (الصوف - পশম): অনাসক্তি ও জাঁকজমকহীন জীবনের প্রতীক হিসেবে প্রাচীনকালে পশমী পোশাক পরিধান করা থেকে এর উৎপত্তি।

সাফা (الصفاء - পবিত্রতা): অন্তরকে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি ও গুনাহ থেকে পবিত্র রাখা।

সুফফা (الصفه): রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদ-ই-নববীতে অবস্থানকারী ত্যাগী সাহাবীগণের (আসহাবে সুফফা) পবিত্র জীবনের অনুকরণ থেকে।

ছফ (الصف - সারি): আল্লাহর আনুগত্য ও রেযামন্দি অর্জনে প্রথম সারিতে অবস্থান করার মানসিকতা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় তাসাউফ হলো—“এমন এক আত্মিক বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে মানব অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও লোকদেখানো ভাব (রিয়া) থেকে মুক্ত করে তাওবা, ছবর, গুফর ও ইখলাসের মতো প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করা যায়।”

তাসাউফের শরয়ী বৈধতা (مشروعية التصوف): তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির চর্চা ইসলামে কোনো নতুন বা মনগড়া বিষয় নয়; বরং এটি কোরআন ও হাদীসের অকাট্য নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত ও সম্পূর্ণ বৈধ।

ক. পবিত্র কোরআনের দলিল:

আত্মশুদ্ধির নির্দেশ: কোরআন মাজীদে আত্মশুদ্ধি অর্জনকে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি বলা হয়েছে: **فَذُفْلَحْ مَنْ زَكَّاهَا - وَفَذُفْلَحْ خَابَ** অর্থ: “নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল কিতাব শিক্ষার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি দান করা:

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থ: “এবং তিনি তাঁদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।” (সূরা আল-জুমুআ: ২)

খ. হাদীস শরীফের দলিল:

এহসানের ধারণা: 'হাদীসে জিবরীল'-এ বর্ণিত 'এহসান'-এর গুরুত্বই তাসাউফের মূল ভিত্তি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ অর্থ: “এহসান হলো এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অন্তরের সুস্থতা: মানবদেহে অন্তরের গুরুত্ব বোঝাতে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন: **أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ النَّاسُ وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ النَّاسُ** অর্থ: “জেনে রাখা! মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা পুত-পবিত্র থাকলে পুরো শরীরই সংশোধন হয়ে যায়; আর তা দূষিত হলে পুরো শরীর ধ্বংস হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটিই হলো কান্না বা অন্তর।” (সহীহ বুখারী)

৩. মানুষের জীবনে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা (حاجة الناس إلى التصوف): পার্থিব নানা মোহ, ব্যস্ততা ও আত্মিক ব্যাধি থেকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সুফী তরীকা বলতে কী বোঝায়? এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী?

ما مفهوم الطريقة الصوفية؟ وما أصولها وأهدافها؟

ভূমিকা: ইসলামী শরীয়াতে ‘তাসাওউফ’ বা ‘সুফী তরীকা’ হলো আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক আধ্যাত্মিক পদ্ধতি। ফিকহ যেমন মানুষের বাহ্যিক আমল পরিচালনা করে, তরীকা তেমনি অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককে পরিশুদ্ধ করে ‘মাকামে এহসান’ লাভে সহায়তা করে।

সুফী তরীকার সংজ্ঞা

ভাষাগত অর্থ: ‘তরীকা’ (الطريقة) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ পথ, পদ্ধতি বা অনুশাসন।

পারিভাষিক অর্থ: পীর/শায়খের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট যিকর-আজকার, রিয়াদাত (আত্মসাধনা) ও মুজাহাদার (প্রবৃত্তি দমন) মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত ও নৈকট্য অর্জনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে তরীকা বলে।

সুফী তরীকার মূলনীতিসমূহ (أصول الطريقة)

১. তাওবা ও ইস্তিগফার (التوبة والاستغفار): অতীত পাপের অনুশোচনা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

২. যুসুদ ও ক্বানায়াত (الزهد والقناعة): দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা।

৩. তায়কিয়াতুন নাফস (تركيب النفس): হিংসা, অহংকার ও রিয়া (লোকদেখানো ভাব) থেকে অন্তরকে মুক্ত করা।

৪. যিকরুল্লাহ (ذكر الله): সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা।

৫. সুহবতে শায়খ (صحبة الشيخ): একজন অভিজ্ঞ ও কামেল রাহবারের অনুগাম্য হওয়া।

৬. মুরাকাবা ও মুহাসাবা (المراقبة والمحاسبة): আল্লাহ সর্বদা দেখছেন—এই অনুভূতি রাখা (মুরাকাবা) এবং প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব নেয়া (মুহাসাবা)।

সুফী তরীকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (أهداف الطريقة)

আল্লাহর সন্তুষ্টি (رضا الله): জান্নাতের আশা বা জাহান্নামের ভয় ছাপিয়ে একমাত্র মহান আল্লাহর মহব্বত লাভ।

মাকামে এহসান (مقام الإحسان): ইবাদতে একাগ্রতার এমন পর্যায় লাভ করা, যাতে অনুভবে আসে—বান্দা আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ বান্দাকে দেখছেন।

উত্তম চরিত্র (حسن الخلق): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণে আখলাক মার্জিত করা।

অন্তরের প্রশান্তি (طمأنينة القلب): আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে মানসিক উদ্বেগ দূর করে আত্মিক প্রশান্তি অর্জন।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ

(ক) কুরআনের নির্দেশনা:

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব: “فَذَلَّلْ مَنْ رَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا” “নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে; আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

মুরাকাবা ও মুহাসাবা (المراقبة والمحاسبة): আল্লাহ আমাকে সর্বদা দেখছেন—এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা (মুরাকাবা) এবং প্রতিদিন নিজের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব নিজে নেয়া (মুহাসাবা)।

সুফী তরীকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (أهداف الطريقة):

সুফী তরীকা সাধনার মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (رضا الله): জাম্মাতের আশা বা জাহান্নামের ভয় ছাপিয়ে একমাত্র আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জন করা।
এহসানের পর্যায় লাভ (مقام الإحسان): ইবাদতে একাগ্রতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেন বান্দা আল্লাহকে দেখছে, অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন—এই অনুভূতি অর্জন।

উত্তম চরিত্র গঠন (حسن الخلق): রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর অনুসরণে নিজের আখলাক বা চরিত্রকে মার্জিত করা।

অন্তরের প্রশান্তি (طمأنينة القلب): জিকির ও ভাবনার মাধ্যমে আত্মাকে দুনিয়ার যাবতীয় উৎকর্ষা থেকে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করা।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা: কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীতে আত্মশুদ্ধি, এহসান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাসাওউফ বা তরীকার মূল নির্যাস মূলত এগুলো থেকেই গৃহীত।

(ক) কুরআনের আল আলোতে আত্মশুদ্ধি ও তরীকার ভিত্তি:

আত্মশুদ্ধির ফরযিয়াত: আল্লাহ তা'আলা সূরা আশ-শামসে ঘোষণা করেন: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا**

"নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে; আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।" (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

আল্লাহর জিকির ও অন্তরের প্রশান্তি: তরীকাতে জিকিরের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, যার ভিত্তি কুরআনের আয়াত:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "জেনে রাখো, কেবল আল্লাহর জিকিই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রা'দ: ২৮)

এহসান ও তাকওয়া অর্জন: কুরআনে এরশাদ হয়েছে: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল (মুহসিন)।" (সূরা আন-নাহল: ১২৮)

(খ) সুন্নাহ ও হাদীসের আলোকে রূপরেখা:

মাকামে এহসান (হাদীসে জিবরীল): হাদীসে জিবরীলে স্পষ্ট এসেছে, হযরত জিবরীল (আ.) যখন রাসূল (সা.)-কে 'এহসান' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন: **أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ**

"এহসান হলো—তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সুফী তরীকাগুলোর সমস্ত আয়োজন এই 'মাকামে এহসান' অর্জনের জন্যই পরিচালিত হয়।

অন্তরের সংশোধনের গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: **أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ** "জেনে রাখো, শরীরের ভেতরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; তা যদি সংশোধিত হয়, তবে পুরো শরীর সংশোধিত হয়ে যায়। আর তা যদি বিনষ্ট হয়, তবে পুরো শরীরই বিনষ্ট হয়। জেনে রাখো, সেটি হলো

রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. সুফী তরীকা বলতে কী বোঝায়? এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর।
ما مفهوم الطريقة الصوفية؟ وما أصولها وأهدافها؟ بين في ضوء الكتاب والسنة بالتفصيل

ভূমিকা: ইসলামী শরীয়ত ও জ্ঞানের পরিমণ্ডলে ‘তাসাওউফ’ বা ‘সুফীবাদ’ এবং ‘তরীকা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়। এটি মূলত আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং বাহ্যিক ইবাদতের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককে জাগ্রত করার এক আধ্যাত্মিক সাধনা। পরিভাষায় এই সাধনা বা পদ্ধতিকেই ‘তরীকা’ (الطريقة) বলা হয়। নিম্নে সুফী তরীকার সার্বিক রূপরেখা, মূলনীতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর নিরিখে এর নিরপেক্ষ ও অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো।

(ক) ভাষাগত ও পারিভাষিক অর্থ:

ভাষাগত অর্থ: ‘তরীকা’ (الطريقة) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ পথ, পন্থা, পদ্ধতি, নিয়ম বা জীবনধারা।

পারিভাষিক অর্থ: সুফী ও ইসলামী শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায়, তরীকা হলো আল্লাহ তা‘আলার মারিফাত (বিশেষ পরিচিতি ও নৈকট্য) অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আধ্যাত্মিক নিয়ম-কানুন, যিকর-আজকার, রিয়াদাত (আত্মসাধনা) ও মুজাহাদার (মনোবাসনা দমন) মধ্য দিয়ে পরিচালিত এক সুনির্দিষ্ট অনুশাসন।

(খ) তরীকার স্বরূপ: ইসলামী ফিকহ যেমন মানুষের বাহ্যিক আমল (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়, তাসাওউফ বা তরীকা তেমনি হৃদয়ের ব্যাধি (যেমন: রিয়া/লোকদেখানো ভাব, হিংসা, অহংকার, দুনিয়ার মোহ) দূর করে আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত ও খাঁটি করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। সুফিদের মতে, তরীকা হলো শরীয়তেরই আধ্যাত্মিক প্রয়োগ রূপ।

সুফী তরীকার মূলনীতিসমূহ (أصول الطريقة الصوفية): সুফী তরীকার সাধনা প্রধানত কতগুলো মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ও শরীয়তসম্মত তরীকাগুলোর মূলনীতিকে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে ভাগ করা যায়:

তাওবা (التوبة) ও ইস্তিগফার: সকল প্রকার গুনাহ থেকে ব্যাকুলভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা করা। আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপই হলো তাওবা।

যুহুদ (الزهد) ও কানায়াত: দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা এবং আল্লাহর দেয়া নিয়ামতে সন্তুষ্ট থাকা (অল্পে তৃপ্তি)।

তাকিয়াতুন নাফস (تزكية النفس): মন বা আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, হিংসা, লোকদেখানো আমল (রিয়া) ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করা।

যিকরুল্লাহ (ذكر الله): সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির বা স্মরণে মশগুল থাকা। তরীকার দরসে জিকিরকে অন্তরের খোরাক হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুহবাত ও শায়খের আনুগত্য (صحبة الشيخ): একজন অভিজ্ঞ ও কামেল আধ্যাত্মিক রাহবার বা ‘পীর/শায়খ’-এর সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তার নির্দেশনায় নিজেকে পরিচালিত করা।

৯৯%	৬. -النقشبندية وخصائصها الإصلاحية والتربوية ... ৬. [নকশবন্দিয়া তরীকা এবং এর সংস্কারমূলক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলি কী?]	৩৫৬
৯৯%	৭. ما العلاقة بين الشيخ والمريد في الطرق الصوفية؟ ৭. [সুফী তরীকায শায়খ ও মুরীদের সম্পর্ক কী?]	৩৫৮
৯৭%	৮. -ناقش مشروعية البيعة في التصوف الإسلامي. ৮. [ইসলামী তাসাউফে বায়আতের বৈধতা আলোচনা কর।]	৩৫৯
৯৭%	৯. كيف ساهمت السلاسل الصوفية في إصلاح المجتمع ونشر الأخلاق الإسلامية؟ ৯. [সুফী সিলসিলাগুলো সমাজ সংস্কার ও ইসলামী আদব আখলাক প্রচারে কীভাবে ভূমিকা রেখেছে?]	৩৬০
৯৯%	১০. ما أهمية اتخاذ الطريقة الصوفية في تزكية النفس وإصلاح القلب؟ ১০. [নফসের পরিশুদ্ধি ও অন্তরের সংশোধনে তাসাউফের তরীকা গ্রহণের গুরুত্ব কী?]	৩৬২
৯৭%	১১. لماذا يحتاج المسلم إلى شيخ وطريقة في السير إلى الله تعالى؟ ১১. [আল্লাহর পথে চলার জন্য একজন মুসলিমের শায়খ ও তরীকার প্রয়োজন কেন?]	৩৬৩
৯৯%	১২. ما أثر اتخاذ الطريقة الصوفية في حماية الإنسان من الانحرافات الفكرية والأخلاقية؟ ১২. [সুফী তরীকা গ্রহণ মানুষের চিন্তাগত ও নৈতিক বিচ্যুতি থেকে কীভাবে রক্ষা করে?]	৩৬৫
৯৯%	১৩. كيف تساعد الطريقة الصوفية على اكتساب الفضائل وترك الرذائل؟ ১৩. [সুফী তরীকা কীভাবে উত্তম গুণাবলি অর্জন ও মন্দ স্বভাব বর্জনে সহায়তা করে?]	৩৬৬
৯৭%	১৪. -أهمية الصحبة الصالحة والانتساب إلى الطريقة في التربية الروحية؟ اكتب موجزا. ১৪. [আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে সংসঙ্গ ও তরীকার সাথে সম্পৃক্ততার গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে লেখ।]	৩৬৮
৯৯%	১৫. ما دور الطرق الصوفية في إصلاح المجتمع ونشر المحبة والأخوة الإسلامية؟ ১৫. [সমাজ সংস্কার এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রচারে সুফী তরীকার ভূমিকা কী?]	৩৬৯
৯৯%	১৬. هل اتخاذ الطريقة الصوفية ضروري للسالك إلى الله؟ ১৬. [আল্লাহর পথে অগ্রসর ব্যক্তির জন্য সুফী তরীকা গ্রহণ করা কি আবশ্যিক?]	৩৭১
৯৭%	১৭. - تحدث عن حياة عبد القادر الجيلاني (رح). ১৭. [আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর জীবনী আলোচনা কর।]	৩৭২
৯৯%	১৮. ما أهم الأشغال والأوراد في الطريقة القادرية؟ ১৮. [কাদেরিয়া তরীকার প্রধান আমল ও অর্জিফাসমূহ কী?]	৩৭৪
৯৯%	১৯. -ما خصائص الطريقة النقشبندية؟ اكتب موجزا. ১৯. [নকশবন্দিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যাবলি কী? সংক্ষেপে লেখ।]	৩৭৬
৯৭%	২০. من أشهر رجال الطريقة النقشبندية؟ ২০. [নকশবন্দিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কারা?]	৩৭৮
৯৯%	২১. ما أهم مبادئ وأشغال الطريقة المجددية؟ ২১. [মজদীয়া তরীকার প্রধান মبادئ ও অর্জিফাসমূহ কী?]	৩৭৯

ইলমুত তাসাউফ: দ্বিতীয় পত্র (তুরুকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ)

	[বদবিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ আমল ও যিকরসমূহ কী? সমাজসেবা ও ইসলামী দাওয়াতে বদবিয়া তরীকার ব্যক্তিদের ভূমিকা কী? বিস্তারিত উল্লেখ কর।]	
৯৯%	৩৪-اكتب ما تعلم عن حياة أبي الحسن الشاذلي وتأسيس الطريقة الشاذلية مفصلا. [আবুল হাসান শায়িলী (র)-এর জীবনী ও শায়িলিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠা বিস্তারিত লেখ।]	৩৩১
৮৭%	৩৫-ما خصائص الطريقة الشاذلية وأورادها المشهورة؟ ناقش دور الطريقة الشاذلية في التربية الروحية والإصلاح الاجتماعي. [শায়িলিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যাবলি ও এর প্রসিদ্ধ অজিফাসমূহ কী? আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক সংস্কারে শায়িলিয়া তরীকার ভূমিকা আলোচনা কর।]	৩৩৪
৯৯%	৩৬-تحدث عن حياة أحمد التجاني وتأسيس الطريقة التجانية ثم اكتب ما تعلم عن أهم الأوراد والأشغال في الطريقة التجانية. [আহমাদ তিজানী (র)-এর জীবনী ও তিজানিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা কর। অতঃপর তিজানিয়া তরীকার প্রধান অজিফা ও আমলসমূহ সম্পর্কে যা জানো লেখ।]	৩৩৭
৯৯%	৩৭-كيف ساهمت الطريقة التجانية في نشر الإسلام في إفريقيا؟ اكتب مفصلا. [আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে তিজানিয়া তরীকা কীভাবে ভূমিকা রেখেছে? বিস্তারিত লেখ।]	৩৪০
৮৭%	৩৮-اكتب ما تعلم عن حياة مولانا خالد البغدادي وتاريخ الطريقة الخالدية. [মাওলানা খালেদ বাগদাদী (র)-এর জীবনী ও খালিদিয়া তরীকার ইতিহাস সম্পর্কে যা জান লেখ।]	৩৪২
৯৯%	৩৯-ما خصائص الطريقة الخالدية وأشغالها الروحية؟ ناقش دور رجال الطريقة الخالدية في إصلاح الأمة الإسلامية. [খালিদিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যাবলি ও আধ্যাত্মিক আমলসমূহ কী? মুসলিম উম্মাহর আত্মশুদ্ধিতে খালিদিয়া তরীকার ব্যক্তিদের ভূমিকা আলোচনা কর।]	৩৪৫
	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	৩৫০
৮৭%	১-ما مفهوم الطريقة الصوفية؟ وما أصولها وأهدافها؟ [সুফী তরীকা বলতে কী বোঝায়? এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্য কী?]	৩৫০
৯৯%	২-ما المقصود بالسلسلة في التصوف الإسلامي؟ وما أهميتها في حفظ التربية الروحية؟ [ইসলামী তাসাউফে সিলসিলা বলতে কী বোঝায়? আধ্যাত্মিক দীক্ষা লালনে এর গুরুত্ব কী?]	৩৫১
৯৯%	৩-اذكر أشهر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي. [মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ সুফী তরীকাগুলোর নাম সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]	৩৫২
৯৯%	৪-تحدث عن الطريقة القادرية من حيث مؤسسها ومبادئها. [কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।]	৩৫৪
৯৭%	৫-ما دور الطريقة الجشتية في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية؟ [ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে চিশতিয়া তরীকার ভূমিকা কী?]	৩৫৫

ইলমুত তাসাউফ: দ্বিতীয় পত্র (তুরুকুত তাসাওউফ ওয়া সালাসিলুহ)

৯৯%	১১. لماذا يحتاج المسلم إلى شيخ وطريقة في السير إلى الله تعالى؟ ناقش أهمية الالتزام بطريقة صوفية صحيحة -في تحقيق الإحسان والتقوى [আল্লাহর পথে চলার জন্য একজন মুসলিমের শায়খ ও তরীকার প্রয়োজন কেন? এহসান ও তাকওয়া অর্জনে সহীহ তাসাউফের একটি তরীকা অনুসরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।]	২৭১
৯৯%	১২. -ما أثر اتخاذ الطريقة الصوفية في حماية الإنسان من الانحرافات الفكرية والأخلاقية؟ بين مفصلاً. [সুফী তরীকা গ্রহণ মানুষের চিন্তাগত ও চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে কীভাবে রক্ষা করে? বিস্তারিত আলোচনা কর।]	২৭৩
৯৯%	১৩. كيف تساعد الطريقة الصوفية على اكتساب الفضائل وترك الرذائل؟ تحدث عن دور الطريقة الصوفية في -تقوية العلاقة بين العبد وربّه [সুফী তরীকা কীভাবে উত্তম গুণাবলি অর্জন ও মন্দ স্বভাব বর্জনে সহায়তা করে? বান্দা ও আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সুফী তরীকার ভূমিকা আলোচনা কর।]	২৭৬
৯৯%	১৪. -ما أهمية الصحبة الصالحة والانتساب إلى الطريقة في التربية الروحية؟ اكتب مفصلاً. [আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে সংসঙ্গ ও তরীকার সাথে সম্পৃক্ততার গুরুত্ব কী? বিস্তারিত লেখ।]	২৭৮
৯৭%	১৫. -ناقش أهمية الطريقة الصوفية في المحافظة على الذكر والمجاهدات الشرعية. [যিকর ও শরীয়তসম্মত মুজাহাদাহ বজায় রাখতে সুফী তরীকার গুরুত্ব আলোচনা কর।]	২৮১
৯৯%	১৬. -ما دور الطرق الصوفية في إصلاح المجتمع ونشر المحبة والأخوة الإسلامية؟ اكتب مفصلاً. [সমাজ সংস্কার এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রচারে সুফী তরীকার ভূমিকা কী? বিস্তারিত লেখ।]	২৮৩
৯৯%	১৭. -هل اتخاذ الطريقة الصوفية ضروري للسالك إلى الله؟ وضح ذلك مع الأدلة. [আল্লাহর পথে অগ্রসর ব্যক্তির জন্য সুফী তরীকা গ্রহণ করা কি আবশ্যিক? দলীলসহ ব্যাখ্যা কর।]	২৮৫
৯৭%	১৮. -تحدث عن حياة عبد القادر الجيلاني وتأسيس الطريقة القادرية وأهم أعمالها الدعوية والإصلاحية. [আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর জীবনী, কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠা এবং এর দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি আলোচনা কর।]	২৮৮
৯৯%	১৯. -ما أهم الأشغال والأوراد في الطريقة القادرية؟ عرف أبرز رجالها. [কাদেরিয়া তরীকার প্রধান আমল ও অর্জিফাসমূহ কী? এর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের পরিচয় দাও।]	২৯০
৯৯%	২০. -ناقش دور الطريقة القادرية في نشر الإسلام والتربية الروحية في العالم الإسلامي. [ইসলামী বিশ্বে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাম প্রচারে কাদেরিয়া তরীকার ভূমিকা আলোচনা কর।]	২৯৩
৯৭%	২১. -اكتب عن حياة بهاء الدين النقشبندية وتاريخ تأسيس الطريقة النقشبندية. [বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-এর জীবনী ও নকশবন্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখ।]	২৯৬
৯৯%	২২. -ما خصائص الطريقة النقشبندية وأشغالها التدريبية والروحية؟ اكتب موجزاً. [নকশবন্দিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যাবলি ও এর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণমূলক আমলসমূহ কী? সংক্ষেপে লেখ।]	২৯৮
৯৯%	২৩. -من أشهر رجال الطريقة النقشبندية؟ وما خدماتهم في إصلاح المجتمع؟ اكتب مفصلاً. [৩০১]	৩০১

৯৯%	৮. ما دور الصوفية في نشر الإسلام خلال العصر المغولي؟ تحدث عن أوضاع التصوف في الهند خلال -العصر المغولي [মুঘল আমলে ইসলাম প্রচারে সুফীদের ভূমিকা কী? তৎকালে ভারতে তাসাউফের অবস্থা আলোচনা কর।]	৪১৭
৯৯%	৯. -اذكر أشهر الصوفية والطرق الصوفية في العصر المغولي مع بيان خدماتهم [মুঘল আমলের প্রসিদ্ধ সুফীগণ ও সুফী তরীকা উল্লেখ কর এবং তাদের অবদান আলোচনা কর।]	৪২০
৯৭%	১০. كيف ساهم التصوف في الحياة الثقافية والدينية في العصر المغولي؟ ناقش العلاقة بين الأباطرة المغول -والصوفية [মুঘল আমলে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাসাউফ কীভাবে প্রভাব ফেলেছে? মুঘল সম্রাটদের সাথে সুফীদের সম্পর্ক পর্যালোচনা কর।]	৪২২
৯৯%	১১. ما دور الشيخ أحمد السرهندي في إطلاق التصوف خلال العصر المغولي؟ [মুঘল যুগে তাসাউফ সংস্কারে শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র)-এর ভূমিকা কী ছিল?]	৪২৫
৯৭%	১২. م؟ تحدث عن أوضاع التصوف في الهند ١٨٥٩ ما التحديات التي واجهت التصوف في الهند بعد عام -بعد سقوط الدولة المغولية [১৮৫৭ সালের পর ভারতে তাসাউফ কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়? মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে তাসাউফের অবস্থা আলোচনা কর।]	৪২৭
৯৯%	১৩. كيف استمرت الطرق الصوفية في نشر الإسلام بعد العصر المغولي؟ اذكر دور خانقاهات في حفظ -التصوف الإسلامي في الهند الحديثة [মুঘল-পরবর্তী যুগে সুফী তরীকা কীভাবে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখে? আধুনিক ভারতে খানকার মাধ্যমে ইসলামী তাসাউফ সংরক্ষণের ভূমিকা উল্লেখ কর।]	৪২৯
৯৭%	১৪. -اكتب حياة خواجه معين الدين حسن الجشتي مع ذكر خدماته في التصوف [তাসাউফে খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতি (র)-এর অবদান উল্লেখ করে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ কর।]	৪৩১
৯৯%	১৫. -من كان قطب الدين بختيار كاكی؟ اكتب خدماته في التصوف مع ذكر قصة كنيته بكاكی [কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) কে ছিলেন? কাকী উপাধির ঘটনা উল্লেখপূর্বক তাসাউফে তাঁর অবদান লেখ।]	৪৩৪
৯৭%	১৬. -اكتب نبذة من حياة الشيخ فريد الدين المعروف بـ "بابا فريد" ثم بين خدماته في شبه القارة الهندية [শায়খ ফরিদুদ্দীন [বাবা ফরিদ] (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর অবদান বর্ণনা কর।]	৪৩৬
৯৯%	১৭. -اذكر ما تعلم عن خواجه نظام الدين اولياء ثم بين خدماته في علم التصوف [খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র) সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর। অতঃপর তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা কর।]	৪৩৮

সাজেশন ও উত্তরপত্র

	রচনামূলক প্রশ্ন	৪০১
৯৯%	১. -كيف دخل الإسلام إلى شبه القارة الهندية؟ وما دور التجار والصوفية في ذلك؟ اكتب مفصلاً. [উপমহাদেশে ইসলাম কীভাবে প্রবেশ করে? এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও সুফীদের ভূমিকা কী? বিস্তারিত লেখ।]	৪০১
৯৯%	২. تحدث عن بداية ممارسة التصوف الإسلامي في شبه القارة الهندية. ما أثر الصوفية في نشر الإسلام بين سكان شبه القارة الهندية؟ [উপমহাদেশে ইসলামী তাসাউফ চর্চার সূচনা সম্পর্কে আলোচনা কর। উপমহাদেশের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচারে সুফীদের প্রভাব কী?]	৪০৩
৯৯%	৩. -اذكر أشهر الصوفية الذين ساهموا في نشر الإسلام في الهند مع خدماتهم. [ভারতে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখা প্রসিদ্ধ সুফীদের জীবনী তাদের অবদানসহ উল্লেখ কর।]	৪০৫
৯৭%	৪. ما العلاقة بين الدعوة الإسلامية والتصوف في تاريخ الهند الإسلامي؟ ناقش أسباب انتشار التصوف الإسلامي في شبه القارة الهندية. [ভারতের ইসলামী ইতিহাসে দাওয়াত ও তাসাউফের সম্পর্ক কী? উপমহাদেশের ইসলামী তাসাউফ বিস্তারের কারণসমূহ আলোচনা কর।]	৪০৮
৯৯%	৫. تحدث عن حال التصوف في الهند خلال عصر سلاطين دلهي ثم اذكر أشهر الطرق الصوفية المنتشرة في عصر سلاطين دلهي. [দিল্লি সালতানাত যুগে ভারতে তাসাউফের অবস্থা আলোচনা কর। অতঃপর দিল্লি সালতানাত যুগের প্রসিদ্ধ সুফী তরীকাগুলো উল্লেখ কর।]	৪১০
৯৭%	৬. ما كان دور الصوفية في إصلاح المجتمع خلال عصر سلاطين دلهي؟ كيف أثرت الطريقة الجشتية في الحياة الدينية والاجتماعية في الهند؟ اكتب. [দিল্লি সালতানাত আমলে সমাজ সংস্কারে সুফীদের ভূমিকা কী ছিল? ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে চিশতিয়া তরীকা কীভাবে প্রভাব ফেলেছে? লেখ।]	৪১৩
৯৯%	৭. ما خدمات الصوفية في نشر الأخلاق الإسلامية خلال عصر سلاطين دلهي؟ ناقش العلاقة بين السلاطين والصوفية في ذلك العصر. [দিল্লি সালতানাতে ইসলামী আখলাক প্রচারে সুফীদের ভূমিকা কী ছিল? সে যুগে সুলতান ও সুফীদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।]	৪১৫

সিলেবাস ও ম্যান্টবন্টন

ইলমুত তাসাওউফ

৩য় পত্র: ইলমুত তাসাওউফ ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ

পত্র কোড: 121044

পূর্ণমান: ১০০

নম্বর বন্টন

- রচনামূলক প্রশ্ন: ৮টি থেকে ৫টি — (৫×১৬ = ৮০)
- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ৬টি থেকে ৪টি — (৪×৫ = ২০)
- মোট নম্বর: ১০০

পাঠ্যসূচি

১. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন , উপমহাদেশে তাসাওউফ চর্চার ইতিহাস
 ২. দিল্লি সালতানাতের যুগে (১৩শ-১৬শ শতাব্দী) ভারতে তাসাওউফের ইতিহাস ও বিকাশ।
 ৩. মুঘল আমলে (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) ভারতে তাসাওউফের ইতিহাস ও বিকাশ।
 ৪. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর (১৮৫৭ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত) ভারতীয় উপমহাদেশে তাসাওউফের অবস্থা ও বিকাশ।
 ৫. ইসলামী যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য সুফি সাধক, সুফি আলেম এবং তাঁদের তরীকার পরিচয় ও অবদান।
- অধ্যয়নযোগ্য ব্যক্তিত্বসমূহ—
- (ক) খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) (১১৪২-১২৩৬ খ্রি. / ৫৩৭-৬৩৩ হি.) - জীবন, কর্ম এবং ইসলাম প্রচারে অবদান।
- (খ) খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) (মৃত্যু: ১২৩৫ খ্রি.) - জীবন ও অবদান।
- (গ) শাইখ ফারিদুদ্দীন গঞ্জ শকর (বাবা ফারিদ) (রহ.) (প্রায় ১১৭৪-১২৬৫ খ্রি.) - জীবন ও অবদান।
- (ঘ) খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) (১২৩৮-১৩২৫ খ্রি.) - জীবন ও অবদান।
- (ঙ) ইমাম রব্বানী শাইখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহ.) (১৫৬৪-১৬২৪ খ্রি.) - জীবন, সংস্কারমূলক ভূমিকা এবং মুজাদ্দিদী তরীকার বিকাশ।
- (চ) শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) - জীবন, ইলমী অবদান এবং তাসাওউফে ভূমিকা।
- (ছ) শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রহ.) - জীবন ও অবদান।
- (জ) শহীদ সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ.) - জীবন, দ্বীনি আন্দোলন এবং অবদান।
- (i) কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে হবে—
- তাঁর জীবন , ধর্মীয় অবদান , তাঁর সিলসিলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যেমন— আবদুল আওয়াল জৌনপুরী , ইয়াকুব বদরপুরী , আব্দুল লতিফ ফুলতলী
- (ii) সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.)

ফাজিল (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ

বিষয় কোড - ১২১০৪৪

ইলমুত তাসাওউফ ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ

পরিক্ষা ২০২৫

ঐচ্ছিক বিষয়-০৬, তৃতীয় পত্র



০১	গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা	০২
০২	সিলেবাস ও মানবন্টন	৩৯৪
০৩	সূচিপত্র ও সাজেশন	৩৯৬
০৪	অনুশীলন	৪০১

 **OUR
MADRASAH**

আওয়ার মাদ্রাসা পাবলিকেশন্স

১. **বিশুদ্ধতা ও মূলধারা রক্ষা (حفظ الأصالة):** সিলসিলা আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিগুলোকে মনগড়া উদ্ভাবন ও বিদ'আত থেকে মুক্ত রাখে।
২. **শায়খে কামেলের সঠিক দিকনির্দেশনা (صحبة الشيخ):** স্বীয় বুদ্ধিমত্তা বা বই পড়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন কঠিন। সিলসিলাবদ্ধ শায়খ শিষ্যের অন্তরের ব্যাধি চিহ্নিত করে সঠিক চিকিৎসা দেন।
৩. **আত্মিক বরকত ও সংযোগ (الاتصال الروحي):** এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতী ফয়েজ ও বরকতের ধারাবাহিকতা শিষ্যের হৃদয় পর্যন্ত منتقل বা স্থানান্তরিত হয়।
৪. **অহংকার দমন ও বিনয় অর্জন:** সিলসিলায় যুক্ত হওয়া মানুষকে অহংকারমুক্ত করে পুণ্যবান বুজুর্গদের অনুসরণে বিনয়ী হতে শেখায়।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সিলসিলার ভিত্তি

(ক) কুরআনের নির্দেশনা:

সত্যবাদীদের সাহচর্য: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের (সাদিকীনদের) সাথে থাকো।” (সূরা আত-তাওবা: ১১৯)

অভিমুখীদের অনুসরণ: وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ “আর তুমি তার পথ অনুসরণ করো, যে আমার অভিমুখী হয়েছে।” (সূরা লুকমান: ১৫)

(খ) সুন্নাহ ও হাদীসের নির্দেশনা:

বাইয়াত বা অঙ্গীকারের সুন্নাহ: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ “নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে।” (সূরা আল-ফাতহ: ১০)

সনদের গুরুত্ব (الإسناد): ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) বলেন: مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ الإسنادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الإسنادُ لَفَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ “সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত, তবে যার যা খুশি তা-ই বলত।” (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

উপসংহার: ইসলামী তাসাওউফে সিলসিলা কেবল কোনো নামের তালিকা নয়, বরং তা নবুওয়াতী আমল ও তারবিয়াতের ধারাবাহিক শৃঙ্খল। কুরআন-সুন্নাহর সীমারেখায় থেকে সিলসিলার মাধ্যমে কামেল শায়খের সান্নিধ্য লাভ করা আত্মশুদ্ধি ও মাকামে এহসান অর্জনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ।

৩. মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ সুফী তরীকাগুলোর নাম সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

اذكر أشهر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي.

ভূমিকা: ইসলামী ইতিহাসে আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন ও দ্বীন প্রচারে সুফী তরীকাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সময়ের পরিক্রমায় খ্যাতনামা সুফী সাধকদের তত্ত্বাবধানে তাসাওউফ নির্দিষ্ট অনুশাসন ও শৃঙ্খলা লাভ করে তরীকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে মুসলিম বিশ্বের প্রধান ও প্রভাবশালী তরীকাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১. কাদেরিয়া তরীকা (الطريقة القادرية)

উৎপত্তি ও প্রবর্তক: ইরাকের বাগদাদে হযরত শেখ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) (১০৭৭-১১৬৬ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

শরীয়তের বিধান পালনে চরম নিষ্ঠা ও সুন্নাহর অনুগাম্যতা।

উচ্চস্বরে (জলী) ও নীরবে (খফী) উভয় পদ্ধতিতে জিকিরের চর্চা।

বিনয়, মানবসেবা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল)।

জিকিরে অন্তরের প্রশান্তি: أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“জেনে রাখো, কেবল আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা আর-রা‘দ: ২৮)

তাকওয়া ও এহসান: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সংকর্মশীল।” (সূরা আন-নাহল: ১২৮)

(খ) হাদীসের নির্দেশনা:

মাকামে এহসান (হাদীসে জিবরীল): أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“এহসান হলো—তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অন্তর সংশোধনের গুরুত্ব: أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“জেনে রাখো, শরীরের ভেতরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; তা যদি সংশোধিত হয়, তবে পুরো শরীর সংশোধিত হয়ে যায়। আর তা যদি বিনষ্ট হয়, তবে পুরো শরীরই বিনষ্ট হয়। জেনে রাখো, সেটি হলো ‘অন্তর’ (ক্লব)।” (সহীহ বুখারী)

অ্যাকাডেমিক মূল্যায়ন

১. **শরীয়তসম্মত সুফীবাদ (التصوف السني):** ইমাম জুনাইদ বাগদাদী (র.) ও শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর মতে, যেসব তরীকা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালাহীনের অনুগামী, তা-ই গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

২. **শরীয়তবিচ্যুত ধারা (التصوف المنحرف):** শরীয়তের বিধান শিথিল করা, পীরপূজা, মনগড়া যিকর বা বিদ‘আত সমন্বিত কোনো পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার: সুফী তরীকা হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত আত্মশুদ্ধির পথ। যা কিছু শরীয়তের বিধানের অনুগামী, তা-ই প্রকৃত তরীকা; আর যা শরীয়তবিরোধী, তা পরিত্যাজ্য।

২. ইসলামী তাসাউফে সিলসিলা বলতে কী বোঝায়? আধ্যাত্মিক দীক্ষা লালনে এর গুরুত্ব কী?

ما المقصود بالسلسلة في التصوف الإسلامي؟ وما أهميتها في حفظ التربية الروحية؟

ভূমিকা: ইসলামী শরীয়তের ফিকহ বা হাদীস শাস্ত্রে যেমন ‘সনদ’ বা ধারাবাহিকতা বিধান ও তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে, তাসাওউফেও তেমনি ‘সিলসিলা’ (السلسلة) আত্মশুদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও তারবিয়াত চলে আসছে, তাকে সুসংহত রাখার অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলই হলো সিলসিলা।

ভাষাগত অর্থ: ‘সিলসিলা’ (السلسلة) আরবি শব্দ, যার অর্থ শিকল, শৃঙ্খল, ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা।

পারিভাষিক অর্থ: তাসাওউফের পরিভাষায়, সিলসিলা হলো এমন এক অবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক সনদ (سلسلة الإسناد الروحي), যা বর্তমান যুগের একজন কামেল শায়খ বা পীরের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাবেঈন, সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হয়ে আল্লাহ তা‘আলা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

গাঠনিক রূপ: প্রতিটি প্রসিদ্ধ তরীকার (যেমন: কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া) নির্দিষ্ট সনদ রয়েছে, যা মূলত হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর সাথে যুক্ত হয়।

আধ্যাত্মিক দীক্ষা (التربية الروحية) লালনে সিলসিলার গুরুত্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. উপমহাদেশে ইসলাম কীভাবে প্রবেশ করে? সংক্ষেপে লেখ।

كيف دخل الإسلام إلى شبه القارة الهندية؟ اكتب موجزًا

ভূমিকা: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন কোনো সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘটেনি; বরং সুপ্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আরব বণিকদের উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং সুফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক দাওয়াত ও সহনশীলতার মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ইসলামের গুভ সূচনা ঘটেছিল।

উপমহাদেশে ইসলামের প্রারম্ভিক সূচনা ও পথসমূহ: ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধানত তিনটি ধারায় ইসলামের প্রবেশ ঘটে:

১. **সামুদ্রিক পথ (দক্ষিণ ভারত):** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতের মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে ইসলামের প্রাথমিক আগমন ঘটে। ২. **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পথ (সিন্ধু অঞ্চল):** ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শাসনের গোড়াপত্তন হয়। ৩. **আধ্যাত্মিক ও দাওয়াতি পথ (সমগ্র উপমহাদেশ):** মধ্য এশিয়া ও পারস্য থেকে আগত সুফি-সাধকদের দাওয়াতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অন্তরে ইসলাম পৌঁছে যায়।

ইসলাম প্রচারে আরব ব্যবসায়ীদের ভূমিকা: ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যসূত্রে আগত মুসলিম বণিকগণ তিনটি উপায়ে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন:

সততা ও আমানতদারি: আরব ব্যবসায়ীদের লেনদেনে সততা ও ওজনে সঠিক পরিমাপ দেখে স্থানীয় জনগণ মুগ্ধ হন।

সামাজিক মেলবন্ধন: অনেক আরব বণিক দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং স্থানীয়দের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে "মাল্লিলা" বা লব্বাই মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

প্রথম মসজিদ নির্মাণ: আরব বণিকদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে মালাবারের রাজা চেরামান পেরুমাল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সহায়তায় ভারতে প্রথম "চেরামান জুমা মসজিদ" (আনুমানিক ৬২৯ খ্রি.) নির্মিত হয়।

ইসলাম প্রসারে সুফি-সাধকদের ভূমিকা: ব্যবসায়ীগণ যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন, সুফিগণ সেখানে অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১. **সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী:** তৎকালীন ভারতীয় সমাজে জাত-পাত ও বর্ণপ্রথা প্রবল ছিল। সুফিগণ জাত-পাত ভুলে মানুষকে আব্রাহাম বান্দা হিসেবে মর্যাদা দেন, যা নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। ২. **খানকাহ ও লঙ্গরখানা:** সুফিদের খানকাহ ও লঙ্গরখানা সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও মানবসেবার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করেন। ৩. **স্থানীয় ভাষার ব্যবহার:** সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে তাঁরা আরবি-ফারসির পাশাপাশি স্থানীয় ভাষা (যেমন: হিন্দি, প্রাকৃত, বাংলা, সিন্ধি) ব্যবহার করেন। ৪. **রাজনীতিমুক্ত জীবন:** অধিকাংশ সুফি রাজদরবার থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষভাবে মানুষের সেবা করেছেন।

ইসলাম প্রসারে সুফি-সাধকদের ভূমিকা (দাওয়াতি ও সামাজিক বিপ্লব): ব্যবসায়ীগণ যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের সামাজিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন, সুফি-সাধকগণ সেখানে উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁদের অবদানকে কয়েকটি বিশেষ দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়

(ক) জাত-পাত ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সাম্যের বাণী: তৎকালীন ভারতীয় সমাজ বর্ণপ্রথা এবং সামাজিক বৈষম্যে জরাজীর্ণ ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষ অস্পৃশ্যতা ও নির্যাতনের শিকার হতো। সুফিগণ এসে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহর দরবারে জন্ম বা বংশ পরিচয়ে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; বরং মানদণ্ড হলো তাকওয়া ও মানুষের সেবা। এই চরম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিম্নবর্ণের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

(খ) খানকাহ সংস্কৃতি ও লঙ্গরখানা: সুফিদের খানকাহগুলো কেবল আধ্যাত্মিক চর্চার কেন্দ্র ছিল না, বরং তা ছিল সামাজিক আশ্রয়স্থল। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য সুফিদের লঙ্গরখানা উন্মুক্ত ছিল। ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং আত্মপীড়িতকে সেবা দেওয়ার এই অতুলনীয় চরিত্র দেখে লাখ লাখ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

(গ) স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মার্জিত ব্যবহার: সুফিগণ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আরবি বা ফারসির পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা (যেমন: ফারসি মিশ্রিত প্রাকৃত, উর্দু, বাংলা, সিন্ধি ও পাঞ্জাবি) ব্যবহার করেন। তাঁরা লোকসঙ্গীত, কবিতা ও তত্ত্বকথার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন।

(ঘ) রাজকীয় প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ অবস্থান: অধিকাংশ সুফি-সাধক রাজদরবার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে নিজেদের দূরে রাখতেন। শাসকশ্রেণীর শোষণের বিপরীতে সুফিদের এই নিরপেক্ষ ও দরদি ভূমিকা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় করে তোলে।

প্রামাণ্য দলিলাদি ও শাস্ত্রীয় নজির: ইসলামের প্রকৃত রূপ যে তলোয়ারের জোরে নয়, বরং সুফিদের হেদায়েতি বাণী ও আলেমদের দাওয়াতের মাধ্যমে ছড়িয়েছে—তা সুফি শাস্ত্র ও ইতিহাসে প্রামাণ্য সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

দাওয়াতে দীন ও সুফিসাধনার মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম ও সুফি মনীষীগণ জোর দিয়ে বলেছেন: «الإسلام لم يأت بالسيوف والدماء، وإنما انتشر بالأخلاق والحكمة والموعظة الحسنة» **উচ্চারণ:** আল-ইসলাম ল্যাম ইয়াত্তাশির বিস-সাইফ, ওয়া ইন্নামা ত্তাশিরা বিল-আখলাকি ওয়াল-হিকমাতি ওয়াল-মাউইজাতিল হাসানাহ।

অর্থ: "ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা প্রচারিত হয়নি; বরং তা প্রসারিত হয়েছে উত্তম চরিত্র, প্রজ্ঞা এবং সুন্দর সদুপদেশের মাধ্যমে।" পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় সুফিগণ হেদায়েতের দাওয়াত দিতেন, যেখানে বলা হয়েছে: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» **অর্থ:** "তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর সদুপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা আন-নাহল: ১২৫) সুফিদের এই হিকমত ও নৈতিকতার বাস্তব প্রয়োগেই ভারতীয় উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের আকিদা ও আত্মায় দ্বীনের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল।

উপমহাদেশীয় অঞ্চলে প্রধান সুফি তরিকা ও সাধকগণ:

উপমহাদেশে ইসলাম প্রসারে প্রধান চারটি সুফি তরিকা ও তাঁদের সুফি-সাধকগণের অবদান অবিস্মরণীয়:

সুফি তরিকা	প্রধান কেন্দ্র	বিখ্যাত সুফি-সাধকগণ
চিশতী তরিকা	আজমির, দিল্লি, পাঞ্জাব	খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.), খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.), বাবা ফরিদুদ্দিন (র.), খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.)

রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. উপমহাদেশে ইসলাম কীভাবে প্রবেশ করে? এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও সুফীদের ভূমিকা কী? বিস্তারিত লেখ।

كيف دخل الإسلام إلى شبه القارة الهندية؟ وما دور التجار والصوفية في ذلك؟ اكتب مفصلاً

ভূমিকা: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা। কোনো শক্তি প্রয়োগ বা রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং প্রধানত সুপ্রাচীন বাণিজ্যিক যোগাযোগ, আরব বণিকদের উন্নত নৈতিক চরিত্র, এবং সুফি-সাধকদের অলৌকিক চরিত্রপ্রভা, সহনশীলতা ও আধ্যাত্মিক দাওয়াতের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। নিচে উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ এবং এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও সুফিদের ভূমিকা একাডেমিক ও তথ্যভিত্তিক রচনার আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

উপমহাদেশে ইসলামের প্রারম্ভিক সূচনা ও ভৌগোলিক পথসমূহ: ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন প্রধানত তিনটি ঐতিহাসিক ধারায় সংগঠিত হয়েছিল:

সামুদ্রিক পথ (দক্ষিণ ভারত ও উপকূলীয় অঞ্চল): রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতের মালাবার ও করমন্ডল উপকূলে ইসলামের সূচনা ঘটে।

অভিযান ও রাজনৈতিক পথ (সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল): ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে।

আধ্যাত্মিক ও দাওয়াতি পথ (সমগ্র উপমহাদেশ): মধ্য এশিয়া ও পারস্য থেকে আগত সুফি-সাধকদের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলা থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, দিল্লি ও দক্ষিণ ভারতের আনাচে-কানাচে প্রজা-সাধারণের অন্তরে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়।

ইসলাম প্রচারে আরব ব্যবসায়ীদের অসামান্য ভূমিকা: ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরব উপদ্বীপের সাথে ভারতীয় উপদ্বীপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের নৌপথ ব্যবহার করে আরব বণিকরা ভারতের মালাবার, গুজরাট ও শ্রীলঙ্কার উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

(ক) সততা, নৈতিকতা ও আমানতদারি: আরব বণিকগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন ও ব্যক্তিগত চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। তাঁরা লেনদেনে সততা, ওজনে সঠিক পরিমাপ এবং আমানতদারির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্থানীয় হিন্দু রাজা ও সাধারণ জনগণ তাঁদের এই সৎ আচরণে মুগ্ধ হন।

(খ) সামাজিক মেলবন্ধন ও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া: দীর্ঘ নৌপথ অতিক্রম করে আসার কারণে অনেক আরব ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করেন। তাঁদের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নতুন সুসংগঠিত মুসলিম সমাজ, যা দক্ষিণ ভারতে "মাল্লিলা" বা লব্বাই সম্প্রদায় নামে পরিচিত লাভ করে।

(গ) প্রথম মসজিদ ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা: আরব বণিকদের প্রভাবে মালাবারের রাজা চেরামান পেরুমাল ইসলাম গ্রহণ করেন বলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বিবরণ রয়েছে। তাঁর নির্দেশেই ভারতে প্রথম মসজিদ—**"চেরামান জুমা মসজিদ"** (আনুমানিক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়। রাজকীয় সহানুভূতি ও ব্যবসায়ীদের বিশ্বস্ততার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে অবাধে ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

৯৭%	২. ما أثر الصوفية في نشر الإسلام بين سكان شبه القارة الهندية؟ উপমহাদেশের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচারে সুফীদের প্রভাব কী?	৪৬৭
৯৯%	৩. -اذكر أشهر الصوفية الذين ساهموا في نشر الإسلام في الهند مع خدماتهم. [ভারতে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখা প্রসিদ্ধ সুফীদের জীবনী তাদের অবদানসহ উল্লেখ কর।]	৪৬৮
৯৯%	৪. ما العلاقة بين الدعوة الإسلامية والتصوف في تاريخ الهند الإسلامي؟ [ভারতের ইসলামী ইতিহাসে দাওয়াত ও তাসাউফের সম্পর্ক কী?]	৪৭০
৯৭%	৫. -ما كان دور الصوفية في إصلاح المجتمع خلال عصر سلاطين دلهي؟ اكتب. [দিল্লি সালতানাত আমলে সমাজ সংস্কারে সুফীদের ভূমিকা কী ছিল? লেখ।]	৪৭১
৯৯%	৬. ما خدمات الصوفية في نشر الأخلاق الإسلامية خلال عصر سلاطين دلهي؟ [দিল্লি সালতানাতে ইসলামী আখলাক প্রচারে সুফীদের ভূমিকা কী ছিল?]	৪৭২
৯৯%	৭. ما دور الصوفية في نشر الإسلام خلال العصر المغولي؟ [মুঘল আমলে ইসলাম প্রচারে সুফীদের ভূমিকা কী?]	৪৭৪
৯৭%	৮. كيف ساهم التصوف في الحياة الثقافية والدينية في العصر المغولي؟ [মুঘল আমলে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাসাউফ কীভাবে প্রভাব ফেলেছে?]	৪৭৫
৯৯%	৯. م؟ ১৪০৭ ما التحديات التي واجهت التصوف في الهند بعد عام ১৮৫৭ [১৮৫৭ সালের পর ভারতে তাসাউফ কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়?]	৪৭৭
৯৯%	১০. كيف استمرت الطرق الصوفية في نشر الإسلام بعد العصر المغولي؟ [মুঘল-পরবর্তী যুগে সুফী তরীকা কীভাবে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখে?]	৪৭৮
৯৭%	১১. من كان قطب الدين بختيار كاكی؟ [কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) কে ছিলেন?]	৪৭৯
৯৯%	১২. -اكتب نبذة من حياة الشيخ فريد الدين المعروف بـ "بابا فريد". [শায়খ ফরিদুদ্দীন [বাবা ফরিদ] (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।]	৪৮১
৯৯%	১৩. -اذكر ما تعلم عن خواجه نظام الدين اولياء. [খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র) সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর।]	৪৮২
৯৯%	১৪. -اكتب نبذة من حياة شاه ولي الله الدهلوي. [শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।]	৪৮০
৯৭%	১৫. من كان احمد السرهندي وما كان دوره في رد عقيدة الدين الالهي؟ [আহমাদ সিরহিন্দী (র) কে ছিলেন এবং দ্বীনে ইলাহির আকিদা প্রতিরোধে তাঁর অবদান কী ছিল?]	৪৮৫
৯৯%	১৬. -بين مساهمة الشاه عبد العزيز الدهلوي في السياسة مع ذكر أشهر مصنفاته. [রাজনীতিতে শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি (র)-এর অবদান বর্ণনা কর এবং তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলি উল্লেখ কর।]	৪৮৬

৯৭%	১৮. -اكتب نبذة من حياة شاه ولي الله الدهلوي ثم بين مساهمته في علم الحديث والتصوف. [শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর হাদীস ও তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা কর।]	৪৪০
৯৯%	১৯. -اكتب ترجمة الامام الرباني احمد الفاروقي السرهندي مفصلا. [ইমামে রব্বানি আহমাদ সিরহিন্দী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ।]	৪৪২
৯৭%	২০. -من كان احمد السرهندي وما كان دوره في رد عقيدة الدين الالهي؟ بين مفصلا. আহমাদ সিরহিন্দী (র) কে ছিলেন এবং দ্বীনে ইলাহির আকিদা প্রতিরোধে তাঁর অবদান কী ছিল? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।	৪৪৫
৯৯%	২১. -بين مساهمة الشاه عبد العزيز الدهلوي في السياسة مع ذكر أشهر مصنفاته. রাজনীতিতে শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি (র)-এর অবদান বর্ণনা কর এবং তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলি উল্লেখ কর।	৪৪৭
৯৯%	২২. -اكتب نبذة من حياة شاه عبد العزيز الدهلوي ثم بين أنشطته في التصوف. শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তাসাউফে তাঁর তৎপরতা বর্ণনা দাও।	৪৪৯
৯৯%	২৩. -اكتب ترجمة الشهيد السيد أحمد البريلوي ثم بين حرب بلاكوت وشهادته. শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরলভি (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর বালাকোট যুদ্ধ ও তাঁর শাহাদতের বিবরণ দাও।	৪৫২
৯৯%	২৪. -من كان كرامت علي جونغوري؟ اكتب حياته وخدماته الدينية مفصلا. কারামত আলী জৌনপুরী (র) কে ছিলেন? তাঁর জীবনী ও দ্বীনি খিদমত বিস্তারিত লেখ।	৪৫৫
৯৭%	২৫. -بين مساهمة كرامت علي جونغوري في التصوف مع ذكر أشهر رجال السلسلة الجونغورية. তাসাউফে কারামত আলী জৌনপুরী (র)-এর অবদান বর্ণনা কর এবং জৌনপুরি সিলসিলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উল্লেখ কর।	৪৫৮
৯৯%	২৬. -ماذا تعلم عن الصوفي نور محمد نظامبوري؟ اكتب مفصلا. সুফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র) সম্পর্কে কী জান? বিস্তারিত লেখ।	৪৬০
৯৯%	২৭. -اكتب حياة نور محمد زنتاوي مفصلا. নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানভী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ।	৪৬২
৯৭%	২৮. -ماذا تعلم عن خدمات نور محمد زنتاوي في الدين؟ بين مع ذكر أشهر رجال سلسلته مفصلا. দ্বীনের সেবায় নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানভী (র)-এর অবদান সম্পর্কে কী জান? তাঁর সিলসিলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উল্লেখপূর্ব বিস্তারিত বর্ণনা দাও।	৪৬৩
	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	৪৬৬
৮৭%	১. -كيف دخل الإسلام إلى شبه القارة الهندية؟ اكتب موجزا. উপমহাদেশে ইসলাম কীভাবে প্রবেশ করে? সংক্ষেপে লেখ।	৪৬৬

প্রামাণ্য দলিলাদি ও শাস্ত্রীয় নজির: সুফিদের দাওয়াত ও নীতি শাস্ত্রীয় নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাওয়াতে দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: «الْإِسْلَامُ لَمْ يَنْتَشِرْ بِالسَّيْفِ، وَإِنَّمَا انْتَشَرَ بِالْأَخْلَاقِ وَالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»

অর্থ: "ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা প্রচারিত হয়নি; বরং তা প্রসারিত হয়েছে উত্তম চরিত্র, প্রজ্ঞা এবং সুন্দর সদুপদেশের মাধ্যমে।"

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»

উচ্চারণ: উদ'উ ইলা সাবিলি রব্বিকা বিল-হিকমাতি ওয়াল-মাউইজাতিল হাসানাহ।

অর্থ: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর সদুপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা আন-নাহল: ১২৫)

উপমহাদেশে প্রধান সুফি তরিকাসমূহ

চিশতী তরিকা: খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.), খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.), বাবা ফরিদুদ্দিন (র.), খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.)। (কেন্দ্র: আজমির, দিল্লি)

সুহরাওয়ার্দী তরিকা: শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (র.), হযরত জালালুদ্দিন সুরখপোশ (র.), হযরত শাহ জালাল (র.)। (কেন্দ্র: মুলতান, সিলেট)

কাদেরিয়া তরিকা: শেখ দাউদ বান্দগী (র.), মিয়াঁ মীর (র.)। (কেন্দ্র: সিকু, পাঞ্জাব)

নকশবন্দিয়া তরিকা: মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ সরহিন্দী (র.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)। (কেন্দ্র: সরহিন্দ, দিল্লি)

বিশেষভাবে বাংলা অঞ্চলে হযরত শাহ জালাল (র.), হযরত শাহ পরান (র.) এবং খান জাহান আলী (র.)-এর অবদানে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তার প্রধানত তলোয়ারের জোরে নয়, বরং বণিকদের সততা, বাণিজ্যিক নৈতিকতা এবং সুফিদের নিঃস্বার্থ মানবসেবা ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল।

২. উপমহাদেশের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচারে সুফীদের প্রভাব কী?

ما أثر الصوفية في نشر الإسلام بين سكان شبه القارة الهندية؟

ভূমিকা: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিকাশে সুফী-সাধকদের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক বিজয় ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও সাধারণ অধিবাসীদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালানো এবং তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার মূল কারিগর ছিলেন সুফীগণ।

উপমহাদেশে তাসাউফ চর্চার সূচনা

প্রাথমিক পর্যায় (১০ম - ১১শ শতাব্দী): একক সাধকদের আগমনের মাধ্যমে সুফীবাদের সূচনা হয়। শেখ ইসমাইল বুখারী (র.) এবং হযরত আলী বিন উসমান আল-হুজবিরী [দাতা গঞ্জবখশ] (র.) লাহোরে আগমন করে ওয়াজ-নসিহত ও একাডেমিক সুফী সাহিত্যের বুনியাদ স্থাপন করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় (১২শ - ১৩শ শতাব্দী): প্রধান প্রধান সুফী সিলসিলার বুজুর্গদের আগমনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.) আজমিরে এবং শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (র.) মুলতানে কেন্দ্র স্থাপন করেন।

আঞ্চলিক বিস্তার পর্যায় (১৪শ শতাব্দী ও পরবর্তী): চিশতী, সুহরাওয়ার্দী, কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকার সুফীগণ বাংলা, গুজরাট, বিহার ও কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলায় হযরত শাহ জালাল (র.) ও খান জাহান আলী (র.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।